চরিত্র মাধুর্য

বদরে আলম

www.pathagar.com

চরিত্র মাধুর্য

বদরে আলম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৩০

২য় প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল	১৪৩০
জ্যৈষ্ঠ	১৪১৬
মে	২০০৯

বিনিময় ঃ ৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

CARITRO MADHURJO by Badre Alam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 65.00 Only

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সুন্দর চরিত্রে আকর্ষণ আছে। যাদু আছে। মোহ আছে। শত্রুকে বন্ধু বানায়। বিরোধীকে পক্ষে আনে। মানুষ মুগ্ধ হয়, ভালোবাসে।

কুরআনে আছে—"ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর ভালো দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।"–সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩৪ আয়াত।

যার চরিত্র ভালো, ব্যবহার ভালো, লেনদেন ভালো, মানুষ তাকে ভালো বলে।

আমার পড়া-লেখা জীবনে যে ঘটনা ভালো লেগেছে, সংগ্রহ করেছি এবং কিছু ঘটনা এ বইতে পেশ করা হয়েছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে।

আমরা যাতে এগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি এবং আমাদের চরিত্র গঠন করে আল্লাহ্‌র কাছে ও মানুষের কাছে প্রিয় হতে পারি—আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিন—আমীন।

বদরে আলম
ঢাকা
জুন, ২০০০ সাল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ওয়াদা রক্ষা	১১
হযরত ওমর (রা) ও ছাগল চরানো	১১
হিমসের গভর্নরের তাকওয়া	১২
যামিনদার	১৩
হযরত উসমান (রা)-এর মাথায় কাঠের বোঝা	১৫
রাবির গলায় ধাক্কা	১৬
আবদুল্লাহ ও নিষ্ঠুর গোলাম	১৬
ইমাম যয়নুল আবেদীন ও পথিক	১৭
ইমাম যয়নুল আবেদীনের ক্ষমা ও ধৈর্য	১৭
বায়তুলমালের কাঠ	১৮
মেহমানের খিদমত	১৯
ইরাকের অভাবী মহিলা	১৯
ইমাম বুখারীর নিয়ত	২০
মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওয়াদা	২১
আবু উসমানের শোকর	২২
মধুর ভাণ্ড	২৩
ভদ্রতা	২৩
খাজা চিশ্‌তির খেদমত	২৪
বাদশাহর বাবুর্চি	২৫
শাহ্ সাহেবের টুপি	২৬
মাওলানা মুনীরের আমানতদারী	২৭
কারো কাছে কিছু চেয়ো না	২৭
ওপরের হাত নিচের হাত থেকে ভাল	২৮
আল্লাহর শোকর	২৯
যুলবাযাদাইন	৩০
তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্	৩১
দেয়ালের জ্বর	৩২
খাবার স্বাদ	৩৩
দামী মুক্তা	৩৪
৩০০ টাকার চাকরী	৩৫
রুমার কূপ	৩৫
মদীনার দুর্ভিক্ষ	৩৬

www.pathagar.com

এক লাখ আশি হাজার দিরহাম	৩৭
একটি রুটি	৩৭
মেহমানদারী	৩৮
বুড়ির ছাগল	৩৯
আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ	৪১
দশ হাজার দীনার	৪২
বাদশাহ্ ফয়সল ও কবি	৪৩
রাজপ্রাসাদের দুটি দোষ	৪৩
হিকমতের কথা	৪৪
হযরত আলী (রা)-এর চাকর	৪৫
আহনাফের ধৈর্য	৪৫
আবু যর গিফারী ও আমির মুয়াবিয়া	৪৬
আবু যর গিফারীর নির্ভিক নসীহত	৪৬
আবু যর গিফারী ও রাষ্ট্রের বায়তুলমাল	৪৮
খলীফা আবদুল মালিক ও কবি ওমর বিন সালাম	৪৯
সা'দ বিন রবি ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ	৫০
ইবরাহীম নাখয়ীর জায়গায় ইবরাহীম তাইমী	৫১
হাসান বসরী ও বসরার গভর্নর	৫১
ইমাম আওযায়ী ও খলীফা মনসুর	৫২
ইমাম মালিক ও খলীফা মনসুর	৫৩
সুফিয়ান সাওরী ও খলীফা হারুন অর রশীদ	৫৩
সুফিয়ান সাওরী ও খলীফা	৫৪
শকীক বলখী ও খলীফা হারুন অর রশীদ	৫৫
সাইয়েদ শামসুদ্দীন ও চেঙ্গিস খান	৫৭
শেখ নিযাম উদ্দীন ও বাদশাহ কুতুব উদ্দীন	৫৮
কাযী মুগীসউদ্দীন ও সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী	৫৯
আবদুল কাদের আওদাহ্ ও জামাল নাসের	৬১
মুর্শীদে আম হাসান আল হুদাইবী ও কায়রোর গভর্নর	৬১
সাংবাদিক সালাহুদ্দীন ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক	৬৩
ফযলে হক খায়রাবাদী ও ইংরেজ শাসক	৬৩
খুররম মুরাদ ও ঢাকা জেলের কর্মকর্তা	৬৪
খুররম মুরাদ ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান	৬৫
সাইয়েদ আহমাদ বেরলভীর পরিশ্রমী জীবন	৬৬
আবুল হাসান আলী নদভীর দুনিয়া বিমুখতা	৬৬
চরিত্র মাধুর্য	৭০
তথ্য সূত্র	৭২

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

চরিত্র মাধুর্য

ওয়াদা রক্ষা

হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময়। সিরিয়ার দামেশক শহর মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় রয়েছে। শহরের একদিকে সিপাহসালার আবু ওবায়দা বিন জাররাহ (রা) আর অপর দিকে কমান্ডার খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) রয়েছেন। আবু ওবায়দা বিন জাররাহর সাথে খৃস্টানরা সন্ধি করলো এবং শহর সৈন্যদের হাতে হাওলা করলো। অপর দিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ যুদ্ধ জয় করে শহরে ঢুকলেন। উভয় কমান্ডার কেউ কারো কথা জানেন না। শহরের কেন্দ্রের দিকে রওনা হলে সৈন্যদের শহরের মাঝখানে দেখা হলো। দেখা হওয়ার পরে আসল কথা জানা গেল। এই অবস্থায় কি করা! আবু ওবায়দা যেহেতু সন্ধি করেছিলেন তাই তাকে সম্মান দেখিয়ে শহরকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হলো। হযরত খালিদের জয় করা এলাকায় ইসলামী আইন চালু করা হলো। বাকি অর্ধেকে সন্ধি মোতাবেক পূর্বের মত খৃস্টীয় আইন চালু থাকলো।

পরে দেখা গেল ইসলামী আইন যে অংশে চালু হলো সেখানে ন্যায় বিচার ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটলো এবং খৃস্টান প্রজারা ইসলাম গ্রহণ করলো। অন্য অংশের বাসিন্দারা এ অবস্থা দেখে নিজে থেকে দাবী তুললো ইসলামী আইন তাদের এলাকাতেও চালু করা হোক। অতপর পরবর্তীতে তা চালু করা হয়।

❋

হযরত ওমর (রা)-এর ছাগল চরানো

একদিন খলীফা হযরত ওমর (রা) মসজিদের মিম্বারে উঠলেন এবং বললেন, "একদিন এমন ছিলো যে, আমি আমার খালার ছাগল চরাতাম।

www.pathagar.com

তিনি এ কাজের বিনিময়ে এক মুঠ খেজুর দিতেন। আজ আমি খলীফা হয়েছি।" একথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে এলেন।

তাঁর সাথীদের প্রশ্ন জাগলো যে, আমীরুল মু'মিনীন এসব কথা কেন বললেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আউফ বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন আপনি আজকে একথা বলে নিজকে ছোট করলেন এবং মানুষের কাছে হেয় হলেন।"

হযরত ওমর (রা) বললেন, "ব্যাপারটা হয়েছিল কি, হঠাৎ একা একা আমার মনে চিন্তা জেগেছিলো যে, আমি আমীরুল মু'মিনীন খলীফা। আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে ! তখনই আমি ঠিক করলাম, আসল কথা বলে দেই যাতে আমার মনে এ ধরনের কোন অহংকার না আসতে পারে।"

❋

হিমসের গভর্নরের তাকওয়া

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর সময় হযরত সাঈদ বিন আমরকে হিমসের গভর্নর করে পাঠানো হলো । কয়েক মাস পরে ওখানকার একদল লোক গভর্নর সাঈদ বিন আমরের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর সাথে দেখা করে।

তারা অভিযোগ করলো যে, গভর্নরের মধ্যে তিনটি দোষ আছে। প্রথমতঃ সকালে অনেক বেলা করে ঘর থেকে বের হন, দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলা কোন কাজে ডাক দিলে তিনি উত্তর দেন না। আর তৃতীয়তঃ মাসে একদিন ঘরের বাইরে আসেন না।

হযরত ওমর (রা) খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন তাঁকে হিমস থেকে ডাকার জন্য। কিছুদিন পর হযরত সাঈদ মদীনা আসলেন। সব লোক মসজিদে নববীতে জমা হলো। হযরত ওমর (রা) গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সত্য কিনা জানতে চাইলেন।

গভর্নর সাঈদ বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, এতোদিন এ কথাগুলো আপনার কাছে গোপন ছিল। যখন প্রকাশ হয়েই পড়ছে, তখন সবকথা আমি খুলে বলি।"

www.pathagar.com

"প্রথম অভিযোগ, আমি সকালে দেরিতে ঘর থেকে বের হই। কারণ আমার বাড়িতে কোন কাজের লোক নেই, তাই আমি সকালে নামায পড়ে বাসায় চলে যাই ও আমার স্ত্রীকে নাশতা তৈরী করতে সাহায্য করি, এজন্য একটু দেরি হয়।"

"দ্বিতীয় অভিযোগ, রাতে ডাকলে উত্তর দেই না। কারণ দিনের বেলা জনগণের খেদমতে থাকি আর রাতটি আমার আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদাতের জন্য রাখি। এশার নামায পড়ে বাসায় যাই ও নফল নামায আদায় করতে এত ব্যস্ত থাকি যে, কারো ডাকে সাড়া দিতে পারি না।"

"তৃতীয় অভিযোগ হলো, মাসে একদিন পুরা ছুটি নেই। কারণ আমার পরিধানের কাপড় একটাই। এ দিন ওটা ধুই। যতক্ষণ না শুকায় ততক্ষণ চাদর পরে ঘরে বসে থাকি। বাইরে বেরুতে পারি না।"

একথাগুলো বলতে বলতে তাঁর চোখে অশ্রু এসে গেল।

হযরত সাঈদের উত্তর শুনে অভিযোগকারীরা খুব লজ্জিত হলো। হযরত ওমর (রা) খুব খুশি হলেন। গভর্নরকে সাবাশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন।

❋

যামিনদার

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খেলাফতের সময়কার ঘটনা। এক যুবক উটের ওপর চড়ে মদীনা শহরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দূরের মুসাফির। ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে এক গাছতলায় একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামলো। উট থেকে নেমে উটকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে গাছতলায় বসে পড়লো। বসে বসে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর জেগে দেখলো তার উট নেই। তাড়াতাড়ি উঠে উট খুঁজতে লাগলো। দেখলো পাশে এক বাগানের ভেতর উট ঢুকে পড়েছে। সে উটকে ধরে আনার জন্য বাগানে ঢুকলো। এর মধ্যেই বাগানের মালিক

www.pathagar.com

এক বৃদ্ধ উটকে পাথর মারলো। পাথরটি উটের চোখে লেগে চোখ ফুটো হয়ে গেল। উটের মালিক যুবকটি রাগের মাথায় ঐ পাথর তুলে বাগানের মালিকের মাথায় খুব জোরে মারলো, ফলে বৃদ্ধটি সাথে সাথে মারা গেল। এ অবস্থা দেখে বৃদ্ধের দুই ছেলে এসে উটওয়ালা যুবককে ধরে ফেললো এবং বিচারের জন্য হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর কাছে নিয়ে আসলো।

হযরত ওমর উটওয়ালা যুবকের দিকে তাকালেন। সে তার দোষ স্বীকার করলো। "আমার উটের ক্ষতি হওয়ায় আমি ধৈর্য রাখতে পারিনি। আমার ছোঁড়া পাথরে সে মারা গেছে, কিন্তু তাকে একেবারে মেরে ফেলার কোন নিয়ত আমার ছিল না।" হযরত ওমর বিচার করলেন, 'রক্তের বদলা রক্ত'। উটওয়ালাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়া হলো।

উটওয়ালা বিচার মেনে নিলো। বললো, "আমার বাবা কিছু সোনা রেখে গেছেন। তা আমি মাটিতে পুঁতে রেখেছি। একথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার এক ছোটভাই আছে, ঐ সোনায় যার ভাগ আছে। আমাকে তিন দিনের সময় দেয়া হোক, যাতে ভায়ের হক দিয়ে আমি ফিরে আসতে পারি।"

খলীফা বললেন, "তোমাকে যামিন দিতে হবে। তোমার যামিনদার কে হবে ?"

উটওয়ালা বললো, "আমীরুল মু'মিনীন, এ বিদেশে আমি যামিনদার কোথায় পাব।" যুবক কেঁদে ফেললো।

এ অবস্থা দেখে একজন বলে উঠলো, "আমি এ যুবকের যামিনদার হবো।"

সবাই চমকে উঠলো, তাকিয়ে দেখলো তিনি রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রা)।

যুবকও আশ্চর্য হলো। বললো, "কিন্তু আপনি তো আমাকে চেনেন না।"

আবু যার গিফারী (রা) বললেন, "তা ঠিক, আমি তোমাকে চিনি না। কিন্তু তুমি মুসলমান, তোমার পরিচয় এতটুকুই যথেষ্ট।"

যুবক তিন দিনের সময় নিয়ে চলে গেলো। দু'দিন গেলো। তৃতীয় দিনেও সে আসলো না। হযরত আবু যার গিফারী (রা) ঘোষণা দিলেন যে, মাগরিব পর্যন্ত যদি সে যুবক না আসে তাহলে তিনি কেসাসের জন্য তৈরী আছেন। যত সূর্য নীচের দিকে যাচ্ছে, মদীনাবাসীরা ঘাবড়াচ্ছে, হায়! হায়! অনর্থক আবু যার গিফারী (রা)-এর প্রাণটা গেলো।

www.pathagar.com

মাগরিবের সময় হলো। জল্লাদ হাযির। জল্লাদ তরবারী উঠাচ্ছে তার কাজ সমাধার জন্য। হঠাৎ দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসলো "লাব্বাইক! লাব্বাইক! একটু থামুন! একটু থামুন!" সবাই ফিরে তাকালো, দেখলো, দূর থেকে সেই যুবক ক্লান্তশ্রান্ত অবস্থায় দৌড়ে আসছে।

আমীরুল মু'মিনীন বললেন, "তুমি এসেপড়েছো। না এলে মাগরিবের পরে সমস্ত মদীনা এক বড় সাহাবীর শোকে শোকাহত হতো।"

যুবক বললো, "যদি আমি ওয়াদা পূরণ না করতাম, তাহলে ইসলামের ইতিহাসে কলঙ্ক লাগতো। লোকেরা বলতো, নিজের উপকারীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলো এক মুসলমান। এরপর কেউ কারো যামিন নিত না। অক্ষম ও দুখী লোকদের কেউ আশ্রয় দিত না।" যুবক আবেগে এসে ধীরে ধীরে বললো, "হে আমার উপকারী, আপনার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোক। আপনার মেহেরবানী আমাকে আখেরাতে খিয়ানতকারীর অপবাদ থেকে মুক্তি দিলো।"

প্রিয় রাসূল (স)-এর সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রা) খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার ফরয কাজকে উপকার বলো না। আমি যদি তোমায় যামিন না দিতাম তাহলে সমস্ত জীবন এ চিন্তায় অনুতপ্ত হতাম যে, আমি একজন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে পারলাম না।"

রাসূল (স)-এর সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রা) চুপ হয়ে গেলেন। রক্তের দাবীদার দুই ভাই উঠে দাঁড়ালো, একজন আবেগ ভরে বলে উঠলো, "আমরা আমাদের পিতার এ হত্যাকারী যুবককে মাফ করে দিলাম।" একথা শুনে চারদিক থেকে লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো, "মারহাবা! মারহাবা!"

❋

হযরত উসমান (রা)-এর মাথায় কাঠের বোঝা

কাশফুল মাহযুব বইতে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। একবার খলীফা হযরত উসমান (রা) নিজের খেজুরের বাগান থেকে জ্বালানি কাঠের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সে সময় তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম রাষ্ট্রের প্রধান ও মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

যাঁর চার শত গোলাম এবং বিরাট ব্যবসা ছিল। নিজের বোঝা বহন করে আনার কোন প্রয়োজন তাঁর ছিলো না।

লোকেরা বললো, "আমীরুল মু'মিনীন আপনি কেন বোঝা বহন করছেন ?" হযরত উসমান (রা) উত্তর দিলেন, "বন্ধুরা! আমি আমার নফসকে এভাবে পরীক্ষা করতে চাই যে, লোকের সামনে নিজের কাজ নিজে করতে লজ্জা পাই কি না।"

❋

রাবীর গলায় ধাক্কা

রাবী বিন খাসয়াম বসরা শহরের নামকরা আলিম ছিলেন। একবার মসজিদে নামাযের জামায়াত দাঁড়াচ্ছিল। তার পেছনে এক যুবক ছিল। বললো, সামনে যান। কিন্তু লোকের ভিড়ের জন্য তিনি সামনে যেতে পারছিলেন না। যুবকটি রাগ করে তার ঘাড় ধরে ধাক্কা মারলো। তিনি ফিরে তাকিয়ে শুধু এটুকু বললেন, "আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন! আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন।" যুবকটি হযরত রাবীকে চিনতে পেরে অনুতাপে কেঁদে ফেললো।

❋

আবদুল্লাহ্ ও নিষ্ঠুর গোলাম

আবদুল্লাহ বিন ইওয়ান কূফা শহরের বড় আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামী চরিত্রের সুন্দর নমুনা। নিজের চাকর গোলামকে মন্দ বলতেন না। এমনকি ছাগল-মুরগীকেও গাল দিতেন না। একবার এক গোলাম তাঁর উটকে নির্মমভাবে মারলো, এমনকি উটের একটি চোখ নষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে গেল। এটা এমন একটি ঘটনা ছিল যে রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যখন আবদুল্লাহ উটকে দেখলেন তখন গোলামকে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। মারার জন্য তুমি চেহারা ছাড়া আর কোন অংশ পেলে না।" এরপর তাকে স্বাধীন করে বিদায় করে দিলেন।

❋

ইমাম যয়নুল আবেদীন ও পথিক

হযরত আলী বিন হোসাইন যিনি ইমাম যয়নুল আবেদীন নামে বিখ্যাত। একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। পথে একটি লোকের সংগে তাঁর দেখা হলো। লোকটি তাঁকে গালমন্দ করলো। তার চাকর এগিয়ে এলো যাতে তার অভদ্রতার জন্য শাস্তি দিতে পারে। ইমাম যয়নুল আবেদীন বাধা দিলেন এবং ঐ লোককে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"আমার যেকথার জন্য তুমি রাগারাগি করছো, আমার মধ্যে তার থেকে বেশি দোষ আছে, যা তুমি জানো না—আচ্ছা বলো, তোমার কোন প্রয়োজন আছে যা আমি পূরণ করতে পারি।"

যে ব্যক্তি গাল দিচ্ছিলো সে লজ্জিত হলো। ইমাম যয়নুল আবেদীন নিজ গায়ের ভাল জামাটি খুলে তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং এক হাজার দিরহামও নগদ দিলেন। এ ব্যবহারের এত প্রভাব পড়লো যে, সেই লোক চিৎকার করে বলে উঠলো; "আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি রাসূলের বংশধর" এবং সে খুব লজ্জিত হলো।

❋

ইমাম যয়নুল আবেদীনের ক্ষমা ও ধৈর্য

একবার একজন লোক এসে ইমাম যয়নুল আবেদীনকে খবর দিলো যে, অমুক লোক আপনাকে মন্দ বলে। ইমাম ঐ লোককে নিয়ে নিজে ঐ ব্যক্তির কাছে সত্য বুঝবার জন্য গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"তুমি আমার ব্যাপারে যা বলেছো তা যদি সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে তোমাকে ক্ষমা করুন।" এ কথা বলে তিনি চলে এলেন।

❃

বায়তুলমালের কাঠ

একবার হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রা) নিজের ভৃত্য মুজাহিমকে বললেন, "আমার জন্য একটি রেহেল নিয়ে এসো।" (কুরআন শরীফ পড়ার সময় উঁচু করে সামনে রাখার জন্য কাঠের তৈরী টুলকে রেহেল বলে।) মুজাহিম একটি সুন্দর রেহেলের ব্যবস্থা করে দিলো। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয ওটা খুব পছন্দ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কোত্থেকে এনেছো।"

মুজাহিম উত্তর দিলো, বায়তুলমাল থেকে। সেখানে অতিরিক্ত কাঠ পড়ে ছিল, এ কাঠ নিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে রেহেল তৈরী করে নিয়েছি।"

একথা শুনে হযরত ওমর খুব রাগ করলেন এবং মুজাহিমকে হুকুম করলেন যে, "এখনই রেহেল নিয়ে বাজারে যাও এবং এর দাম কত হয় জেনে এসো।"

কিছুক্ষণ পর মুজাহিম বাজার থেকে ফিরে এসে বললো, "কাঠ এবং এ সাইজের রেহেল বাজারে আধা দীনারে পাওয়া যায়।"

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয বললেন, "আমি যদি এক দীনার বায়তুলমালে দিয়ে দেই তাহলে কি ছাড়া পেতে পারি ?"

মুজাহিম বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন, বাজারে তো এ জিনিস আধা দীনারে পাওয়া যায়।"

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয খুব চিন্তায় ও ভয়ে ভয়ে বললেন, "আচ্ছা শোনো, তুমি বায়তুলমালে এর দাম হিসেবে দুই দীনার জমা করে দাও।"

❃

www.pathagar.com

মেহমানের খিদমত

খলীফা হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে সিরিয়ার এক বড় আলিম ফকীহ ও মুহাদ্দিস রাযা বিন হাযাত আসলেন। এক রাতের জন্য তাঁর মেহমান হলেন। কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেলো। বাতির আলো কমতে লাগলো। পাশে চাকর ঘুমিয়ে ছিলো। রাযা বললেন, "চাকরকে জাগিয়ে দিন সে কুপিতে তেল ভরে দেবে।"

"না থাক তাকে ঘুমাতে দিন। সারাদিনের কাজে সে ক্লান্ত।" খলীফা বললেন।

রাযা নিজে উঠতে গেলেন। আমীরুল মু'মিনীন তাকে বাধা দিলেন, বললেন, "আপনি মেহমান, মেহমান দ্বারা কাজ নেয়া ভাল দেখায় না।"

নিজে উঠলেন, জয়তুনের তেল কুপিতে ঢাললেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ

"যখন আমি উঠলাম তখনও আমি ওমর বিন আবদুল আযীয ছিলাম এবং এখনও আমি ওমর বিন আবদুল আযীযই আছি।"

❃

ইরাকের অভাবী মহিলা

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের খেলাফতের আমল। ইরাক থেকে এক অভাবী মহিলা কিছু সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আসলো। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলো ঘরে বিশেষ কিছু নেই। ভাঙাচুরা ঘর।

নিজে নিজে বলে উঠলো, "হায়! আমি আসলাম আমার ঘর-বাড়ির অবস্থা ঠিক করার জন্য। কিন্তু এ বাড়ির লোকদের কাছে কি পাবো যাদের নিজেরই কিছু নেই!"

হযরত ওমরের বিবি ফাতিমা তার কথা শুনে বললেন, "তোমাদের বাড়ি আবাদ করার চিন্তায় এ ঘরের এ অবস্থা করে রেখেছে।"

সে মহিলা বিবি ফাতিমার সাথে কথা বলতে লাগলেন, এ সময় হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয বাড়ির ভেতরে এসে সোজা কুয়ার দিকে

www.pathagar.com

চলে গেলেন এবং কুয়া থেকে পানি তুলে মাটি ভেজাতে লাগলেন। অভাবী মহিলা তাঁকে কাজের মজুর মনে করলো এবং ফাতিমাকে বললো, "বিবিজান আপনি পর্দা করুন, ঐ মজুরটা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।"

ফাতিমা বললেন, "তিনি মজুর নন, আমীরুল মু'মিনীন খলীফা।"

মহিলা খলীফার এ সাধারণ জীবন দেখে অবাক হয়ে গেলো।

❋

ইমাম বুখারীর নিয়ত

ইমাম বুখারীর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস উপহার আসতো এবং তিনি ঐগুলো রেখে দিতেন। একবার অভাব হলো। চিন্তা করলেন যে, ঐ উপহারগুলো বিক্রি করে দেবেন। এক ব্যবসায়ীকে ডাকলেন। সে পাঁচ হাজার দিরহাম দাম বললো। ইমাম বুখারীর টাকার খুব প্রয়োজন ছিল। তাঁর কাছে এ দাম কম মনে হলো। তিনি বললেন, "ঠিক আছে আমি একটু চিন্তা করে দেখিনি। আগামী কাল বলবো।" ব্যবসায়ী আগামী কাল আসার ওয়াদা করে চলে গেলো।

পরে ইমাম বুখারী তাঁর প্রয়োজনকে সামনে রেখে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ঐ ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ হাজার দিরহামেই উপহার সামগ্রী বিক্রি করে দেবেন।

পরের দিন ঐ ব্যবসায়ী আসার আগে আর এক ক্রেতা এসে জিনিসগুলো দেখতে চাইলো। তিনি গুরুত্ব দিলেন না। লোকেরা বললো, "দেখতে দিন, দামের আন্দাজ হয়ে যাবে।" লোকেরা বলাতে তিনি জিনিসগুলো দেখালেন। দ্বিতীয় ব্যবসায়ী বললো, সে দশ হাজার দিরহাম থেকে বেশী দিতে পারবে না। তা শুনে লোকেরা খুব খুশি হলো যে, যাক পাঁচ হাজার দিরহাম বেশী পাওয়া যাবে এবং তা এ অভাবের সময়ে ইমাম সাহেবের কাজে লাগবে।

ইমাম বুখারী বললেন, "দ্বিতীয় ব্যবসায়ী যে দামই বলুক আমি প্রথম জনের কাছেই বেঁচবো।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "কেন ? এত

www.pathagar.com

কম দামে বেঁচবেন ?" ইমাম উত্তর দিলেন, "এজন্য যে, আমি কাল রাতেই নিয়ত করে ফেলেছি তার কাছেই বিক্রি করবো, সুতরাং এটা বিক্রি হয়ে গেছে।"

ইমামের কথার অর্থ হলো যে, নিয়ত করা মানে সিদ্ধান্ত করা এবং সিদ্ধান্তের পর তা না করা ঠিক নয় আর বেশী লোভও ভাল নয়। কারণ লোভ পাপের পথকেই খোলাসা করে।

❋

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওয়াদা

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয় করেন। আলওয়ার এলাকা জয়ের পর কিছু যোদ্ধা ধরা পড়লো এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হলো। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে একজন বন্দী বললো, "আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা কেউ কখনও দেখেনি।" জল্লাদ বললো, "দেখাও।"

বন্দী বললো, "আমি তোমাদের সরদার মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দেখাতে পারি।" মুহাম্মদ বিন কাসিমকে খবর দেয়া হলো। তিনি বন্দীকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কি দেখাতে চাও ?"

বন্দী বললো, "এমন একটা দুর্লভ জিনিস যা কেউ কোনোদিন দেখেনি। তবে দেখানোর আগে শর্ত হলো, আমাকে ও আমার সাথীদেরকে বন্দী অবস্থা থেকে ছেড়ে দিতে হবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম ওয়াদা করলেন। বন্দী বললো, "লিখিতভাবে দিতে হবে।" মুহাম্মদ বিন কাসিম লিখিত দিলেন।

তারপর সেই বন্দী তার মোঁচে হাত দিলো, মাথার চুল এলোমেলো করলো, দাঁড়িতে হাত বুলাল, পায়ের আঙুলে মাথা ছোঁয়ালো এবং ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল। নাচ শেষ করে বললো, "আমার এ নাচ কখনও কেউ দেখেনি।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম এ লোকের চতুরতা দ্বারা ধোঁকা খাওয়ায় হতভম্ব হয়ে পড়লেন। আলিমদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আলিমগণ বললেন,

www.pathagar.com

"ধোঁকাতো সে দিয়েছে, কিন্তু যখন সে বললো যে, 'এই তামাশা কেউ দেখেনি, তা ঠিক। কেউ এমন জিনিস দেখেনি। সেজন্য ওয়াদা মোতাবেক তাদের ছেড়ে দেয়া উচিত।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মত হলো, "সে ধোঁকা দিয়েছে এজন্য ওয়াদার কোন মূল্য থাকলো না।" আলিমগণ বললেন, "তাহলে আপনি গভর্নরের কাছে অবস্থা লিখে পাঠান এবং পরামর্শ চান তাতে আপনার ওপরে কোন দোষ আসবে না।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ব এলাকার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাজ্জাজ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না।

তিনি স্বয়ং খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের কাছে ঘটনা লিখে পাঠালেন। ওয়ালীদ আলিমদের কাছে ফতওয়া চাইলেন। আলিমগণ ফতওয়া দিলেন যে, যখন ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তা পুরা করা উচিত।

এ ফতওয়া যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে আসলো তখন তিনি তাদেরকে ওয়াদা মোতাবেক ছেড়ে দিলেন। তারা সংখ্যায় ছিল বাইশজন। তারা বললো, "আপনাদের জন্য এ তামাশা আজব ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য ইসলামের আলিমদের ফতওয়া আজব এবং সত্যের ওপর ছিল।" অতপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেলো। সত্যের কাছে মাথা নত করলো।

❃

আবু উসমানের শোকর

আবু উসমান খয়রী একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি একবার রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। একজন তার বাড়ির ছাদ থেকে এক বাটি ছাই ফেলে দিলো। ছাই আবু উসমানের মাথায় এসে পড়লো। তিনি কাপড় ও মাথা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করলেন ও আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন। লোকেরা বললো, "আপনি শোকর আদায় করলেন কেন ?" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আগুনের উপযুক্ত তার মাথায় যদি ছাই ফেলা হয় তা হলে তা শোকরের ব্যাপার।"

www.pathagar.com

মধুর ভাণ্ড

একব্যক্তি ইমাম আওযায়ীকে এক ভাণ্ড মধু উপহার দিলো এবং বললো যে, তার আর্থিক সাহায্যের জন্য বাআলবাকের গভর্নরের কাছে সুপারিশ করে একটা চিঠি লিখে দিতে। ইমাম আওযায়ী বললেন, "যদি চিঠি লিখাতে চাও তাহলে মধুটা নিয়ে যাও, না হলে আমি লিখবো না।"

সেই লোক মধু নিলো। ইমাম সাহেব তার জন্য চিঠি লিখে দিলেন। তার সাহায্য মঞ্জুর হয়ে গেলো। কিন্তু এর জন্য কোন বিনিময় নিতে রাজি হননি ইমাম আওযায়ী।

❋

ভদ্রতা

ইরানের বাদশাহ্ আজাদুদ্দৌলা তার সেনাবাহিনী নিয়ে কিরমান দেশ আক্রমণ চালালো। কিরমানের শাসক দেখলো যে আক্রমণকারীদের শক্তি বেশী। মাঠে মোকাবেলা করতে পারবে না। সে জন্য কেল্লার ভেতর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে গেলো।

আজাদুদ্দৌলার সেনারা সারাদিন যুদ্ধ করে কেল্লার দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেলো এবং খুব সাহসের সাথে যুদ্ধ করলো। সন্ধ্যার পর সিপাহীরা নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এলো।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, কেল্লার ভেতর থেকে বড় বড় ডেকচি নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের সন্দেহ হলো। দেখলো সব ডেকচির ভেতর পাক করা গরম গরম খাবার রয়েছে। বাদশাহ্ আজাদুদ্দৌলাকে খবর দেয়া হলো। সে আশ্চর্য হলো এবং কিরমানের শাসকের কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, দিনের বেলা যুদ্ধ এবং রাত্রিবেলা খাবার পাঠাবার অর্থ কি ?

কেল্লার শাসকের কাছ থেকে উত্তর আসলো, "যুদ্ধ করা তো বাহাদুরী ও সাহসিকতা প্রকাশ করা। আর শত্রুকে খানা খাওয়ানো মানবতার প্রতি সম্মান দেখানো। আপনারা আমাদের বিরোধী, কিন্তু আমাদের শহরে মুসাফির এবং আমাদের কেল্লার কাছে এসে আমাদের প্রতিবেশী হয়ে

www.pathagar.com

গেছেন। এটা ভদ্রতা ও সৌজন্য বিরোধী যে, আপনাদের রেখে খাব— এটা কেমন দেখায়। সে কারণে আপনাদের জন্য খাবার পাঠানো হলো। মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।"

আজাদুদ্দৌলা অত্যন্ত সাহসী শাসক ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হারেননি, কিন্তু ভদ্রতার ক্ষেত্রে হেরে গেলেন। সকালবেলা যখন সূর্য উঠল তখন কিরমানের লোকেরা দেখলো, শত্রু সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে। একজন আজাদুদ্দৌলাকে প্রশ্ন করলো, "আপনি চলে যাচ্ছেন কেন ? আপনিতো কিরমান জয় করতে এসেছিলেন, বাদশাহ্ উত্তর দিলো, "আমি ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধকে হারাতে পারলাম না।"

❋

খাযা চিশ্‌তির খেদমত

খিদমতের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের তাবলীগ করার সুন্দর উদাহরণ রেখে গেছেন খাযা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (র)। তিনি সদর রাস্তার পাশে একটি গাছের নীচে জায়গা নির্বাচন করলেন। সেখানে বড় বড় মটকার মধ্যে ঠাণ্ডা পানি রাখা হলো। এখানে সবাই পানি পান করতে পারে তার অনুমতি দেয়া হলো। এ জায়গা দিয়ে নিচু জাতের হিন্দু মজুররা যাতায়াত করতো। তারা পানির মটকা দেখে দাঁড়িয়ে যেত, খাযা বলতেন– "ভায়েরা আসুন, পানি পান করুন এবং মাটির বাটিতে পানি পান করুন।"

এভাবে খাওয়া অচ্ছুত হিন্দুদের কাছে অকল্পনীয় ছিলো। কেননা, ওপর থেকে তাদের হাতে পানি ঢেলে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। অচ্ছুত হিন্দুরা বলতো, "আমরা তো অচ্ছুত।" খাযা বলতেন, "তোমরাকি মানুষ নও ?" তারপর নিজে উঠে মাটির বাটিতে করে পানি খাওয়াতেন ও নিজেও সেই বাটিতে তাদের পানি খেতেন। তার এ ব্যবহার ও শিক্ষা দ্বারা অনেক অচ্ছুত মুসলমান হয়ে যায়। তিনি তাদের মধ্যে এভাবে অনেক কাজ করেছেন। খাযা সাহেবের নিজের লেখা এক ফারসী কবিতা আছে, "হারকে খিদমত কার্দ উ মাখদুম শুদ।" (যে খিদমত করবে সে খিদমত পাবে) মানে যে, ব্যক্তি খিদমত করবে সে পরবর্তীতে লোকের কাছে এত

www.pathagar.com

প্রিয় হবে যে লোকেরা তার খিদমত করাকে গৌরবের কাজ মনে করবে এবং তার কথা মান্য করবে। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (র) বলতেন, "সবচেয়ে ভাল সেবা হচ্ছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো।"

❋

বাদশাহ্‌র বাবুর্চি

বাদশাহ্‌র বাবুর্চি খাবার মধ্যে লবণ বেশী দিয়ে ফেলেছে। বাদশাহ কিছু বললেন না, যা খেতে পারলেন খেলেন এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে উঠে পড়লেন।

দ্বিতীয় দিন খেতে বসেছেন। সেদিন খাবারে মোটেও লবণ দেয়া হয়নি। বাদশাহ্‌ কোনো কথা বললেন না। চুপ করে খেয়ে উঠে পড়লেন।

বাবুর্চি ইচ্ছা করে এমন করছিল যাতে বাদশাহ্‌ তাকে চাকরি থেকে বের করে দেন। এ বাবুর্চি বাদশাহ্‌র চাকরী এজন্য নিয়েছিলো যাতে ভাল ভাল খেতে পারে, কিন্তু এসে দেখল যে এখানে মাপা চাল, একমুঠ ডাল ও একটু শাক। যে বাবুর্চিই আসে সে পালিয়ে যায়।

এ বাবুর্চির এক বছরের চাকরি করার চুক্তি ছিল। বাবুর্চি চাচ্ছিল যে কোন এক বাহানায় বাদশাহ্‌ তাকে চলে যেতে বলুক। বাদশাহ্‌ শাহী কোষ থেকে নিজের জন্য এক পয়সাও নিতেন না। বরং নিজের হাতে টুপি বানিয়ে বিক্রি করতেন এবং এর আয় দ্বারা নিজের খরচ চালাতেন।

তৃতীয় দিন বাবুর্চি ঠিকঠাক মত লবণ দিলো। সেদিন বাদশাহ্‌ মাথা তুলে বাবুর্চিকে দেখলেন এবং বললেন, "মিয়া বাবুর্চি, এক রকম পাক করো। রোজ রোজ স্বাদ বদলিও না।"

নিজের চাকরের সাথে এ ধরনের সবরের ব্যবহারকারী ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা মোঘল সম্রাট শাহেনশাহ্‌ আওরঙ্গজেব আলমগীর।

❋

www.pathagar.com

শাহ্ সাহেবের টুপি

এক ব্যক্তি বাজারে যাচ্ছিলেন। মহল্লার মেয়েরা এসে বললো, চাচা আমার জন্য আটা এনে দেবেন। কেউ বলল, আমার জন্য তরকারী আনবেন। আর একজন চাউলের জন্য বললো। বাসা থেকে বের হতেই এক বুড়ি এসে বললো, "আল্লাহ তোমার ভাল করুন। আমার জন্য মুগের ডাল নিয়ে এসো। আমার ছেলে অসুস্থ তার জন্য খিচুরী পাকাবো।"

বাজারে গিয়ে তিনি প্রত্যেকের জিনিস কিনে রুমালে বাঁধতে লাগলেন। রুমালে আর কত ধরবে। ভরে গেল। চাল নিজের জামার সামনের কোচরে নিলেন। ডাল রয়ে গেল। আর কিসে নেবেন। হঠাৎ মনে পড়ায় মাথার টুপি খুলে তাতে ডাল নিলেন এবং খুশি খুশি মনে বাড়ির দিকে ফিরলেন।

রাস্তায় এক শুভাকাঙ্ক্ষী দেখলো। ঘাড়ের ওপর রুমালে বাঁধা পুটলি। জামার কোচরে চাল ও হাতে টুপি।

"হুজুর এ টুপিতে কী?"

"এটাতে ডাল।"

"হুজুর ডাল আমার রুমালে দিন, টুপিটা মাথায় দিন।"

"মুসলমানের প্রত্যেকটি জিনিস কাজে লাগা দরকার।" লোকটি বললেন।

এ মহান ব্যক্তি ছিলেন দিল্লীর শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলভী শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভীর ছেলে। তাঁর হাজার হাজার শাগরেদ। বড় আলিম, আমল-আখলাকের দিক দিয়ে বড় উচ্চমানের, অহংকার বলতে নেই। দিল্লীর বাদশাহ্র কাছে গেলে তাঁকে খুব সম্মানের সাথে কাছে বসাতেন এবং তাঁর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

শাহ রফীউদ্দীন কুরআনের প্রথম উর্দু তরজমা করেন। শাহ্ সাহেব সবসময় রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করার চেষ্টা করতেন।

❋

www.pathagar.com

মাওলানা মুনীরের আমানতদারী

দারুল উলুম দেওবন্দের চতুর্থ মুহতামিম মাওলানা মুনীর সাহেব একবার আড়াইশত টাকা নিয়ে মাদ্রাসার কার্যবিবরণী ছাপাবার জন্য দিল্লী গেলেন। ঘটনাক্রমে ঐ টাকা চুরি হয়ে গেলো। মাওলানা মুনীর এ ঘটনা কাউকে না জানিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। নিজের একখণ্ড জমি বিক্রি করে আড়াইশত টাকা সংগ্রহ করলেন। কার্যবিবরণী ছাপিয়ে নিয়ে মাদ্রসায় ফিরে আসলেন।

কিছুদিন পর ঘটনা জানাজানি হলো। মাদ্রাসার পরিচালকগণ ব্যাপারটা মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র)-কে লিখলেন এবং শরীআতের মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। সেখান থেকে উত্তর আসলো—

"মাওলানা মুনীর আমানতদার ছিলেন এবং টাকা তাঁর অবহেলা ছাড়াই নষ্ট হয়েছে, সে জন্য তিনি দায়ী নন।"

এ ফতওয়ার পরে মাদ্রাসার দায়িত্বশীলগণ ঐ টাকা মাওলানা মুনীরকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন।

মাওলানা মুনীরের এতে খুশি হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তিনি তা না হয়ে বেজার হলেন এবং বললেন, "মিয়া রশীদ আহমাদ কি আমার জন্যই এ ফিকাহ্ পড়েছিলেন? নিয়ে যাও এ ফতওয়া আমার লাগবে না। আমি টাকা নেবো না।"

মানুষের সন্দেহের উর্ধ্বে থাকার জন্য এ তাকওয়া ও আমানতদারীর এক বড় উদাহরণ কায়েম করে গেলেন মাওলানা মুনীর।

❃

কারো কাছে কিছু চেয়ো না

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) উটের পিঠে চলার সময় যদি লাগাম নিচে পড়ে যেত তাহলে উটকে বসিয়ে নিজে নেমে লাগামটি ওঠাতেন।

লোকেরা বলতো, আমাদের বললেই তো আমরা লাগাম উঠিয়ে দিতাম।

www.pathagar.com

তিনি বলতেন, "আমার প্রিয় রাসূল (স) বলেছেন, কারো কাছে কিছু চেয়ো না।"

একবার তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জামানত দেবে যে, সে কারো কাছ থেকে কিছু চাবে না, আমি তাকে বেহেস্তের জামানত দিতে পারি।"

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা)-এর গোলাম মোবান বললেন, "আমি জামানত দিচ্ছি।" এবং এরপর থেকে তিনি কারো কাছ থেকে কিছু চাইতেন না।

❃

ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম

একবার রাসূল (স)-এর এক সাহাবী হযরত হাকিম বিন হাযাম (রা) রাসূলের কাছ থেকে কিছু চাইলেন, রাসূল (স) তা পূরা করলেন। আবার চাইলেন, আবার দিলেন। তৃতীয়বার চাইলেন তিনি তাকে দিলেন আর নসীহত করলেন ঃ

"হে হাকিম, সম্পদ খুব মিষ্ট ও লোভনীয় জিনিস। যে এটা উদারতার সাথে নেয় সে বরকত পায় আর যে লোভের সাথে নেয় সে বরকত পায় না এবং তার উপমা সেই ব্যক্তির মতো যে খায় ঠিকই, পেটও ভরে, কিন্তু মন ভরে না। ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। (মানে চাওয়ার হাত থেকে দেয়ার হাত উত্তম)।"

হযরত হাকিম বিন হাযাম এ সময়ই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো কাছে কিছু চাইবেন না। এ প্রতিজ্ঞা তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রাখেন।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় তিনি হযরত হাকিম (রা)-কে কিছু দেয়ার জন্য ডাকতেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর সময় তাকে কিছু সম্পদ দিতে চাইলে তাও তিনি গ্রহণ করলেন না। শেষে হযরত ওমর (রা) বলতে বাধ্য হলেন যে, "হে মুসলমানরা তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি হাকিম (রা)-এর হক দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না।"

❃

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র শোকর

হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা) হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতের শেষের দিকে জন্মেছিলেন এবং ৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মদীনার শীর্ষ ফিকাহবিদদের মধ্যে গণ্য করা হতো। বড় দানশীল ও ইবাদতগুযার ছিলেন তিনি।

একবার তাঁর পায়ে বিষাক্ত ঘা হলো। ডাক্তার পা কেটে ফেলার পরামর্শ দিলেন। পা অপারেশনের আগে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন মদ খাওয়ার জন্য। এতে নেশা হলে বেহুঁশ অবস্থায় অপারেশনের কষ্ট হবে না।

উরওয়া বললেন, "অপারেশনের পরে বাঁচবো কি মরবো জানি না। যদি বাঁচার ব্যাপারে বিশ্বাসও করি, তাহলেও আল্লাহ্‌র হারামকৃত জিনিস খাবো না। আর কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।"

ডাক্তার বললেন, "তাহলে বেহুঁশ হবার কোনো ঔষুধ খেয়ে নিন।"

উরওয়া বললেন, "না, খাবো না। আমার পা যদি কাটা হয় তো আমাকে ব্যথার কষ্ট বুঝতে দিন।"

বন্ধুরা বললো, "যখন কোনো কথা মানছেন না তাহলে অপারেশনের সময় আমরা আপনার সামনেই থাকবো।"

"কেন থাকবেন" তিনি বললেন।

"আমরা আপনাকে সামলাবো, বেশী কষ্ট হলে সবর করা খুব কঠিন হয়ে যাবে।"

"ইনশাআল্লাহ্‌ এরকম হবে না" বলে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্‌ পড়তে লাগলেন।

ডাক্তার পা কেটে ফেললো, কিন্তু তিনি আহ্‌ পর্যন্ত করলেন না। 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করতে থাকলেন। যখন রক্ত বন্ধ করার জন্য কাটা জায়গায় গরম লোহার ছ্যাক দেয়া হলো তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফেরার পর মুখ থেকে ঘাম পরিষ্কার করলেন। নিজের কাটা পাটা দেখলেন।

দেখার সাথে সাথেই বলে উঠলেন, "হে আমার পা সেই সত্তার কসম যিনি আমার শরীরের বোঝা তোমাকে দিয়ে উঠিয়েছেন, তিনি ভাল করে জানেন যে, আমি তোমাকে কোনো সময় হারাম রাস্তায় চালাইনি।"

www.pathagar.com

আল্লামা ইবনে যুযী লিখেছেন, তিনি (উরওয়া) যখন দু'আ করতেন তখন বলতেন, "হে আল্লাহ্! তোমার শোকর যে, চারটি হাত-পা'র মধ্যে তুমি একটাই নিয়েছো এবং তিনটা ভাল রেখেছো। হে আল্লাহ্! তুমি কম নিয়েছো এবং বেশী দিয়েছো। তোমার শোকর কিভাবে আদায় করি, শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না।"

❋

যুলবাযাদাইন

হযরত আবদুল্লাহ রাসূল (স)-এর সাহাবী ছিলেন। ছোট থাকতে তার বাবা মারা যান। চাচা তাকে লালন পালন করেন। তিনি চাচার ছাগল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর চাচার ভয়ে প্রকাশ করেননি। মক্কা বিজয়ের পর চাচার কাছে তার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন। চাচা ভীষণ রেগে গেলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্র কাপড় খুলে উলঙ্গ করে ঘর থেকে বের করে দিলেন। তিনি তাঁর মায়ের কাছে একটি কাপড় চাইলেন। মা তাকে একটি পুরান কম্বল দিলেন। তিনি এ কম্বল দুভাগ করে একটি দিয়ে কোমরের নিচের শরীর ঢাকলেন আর অন্যটা দিয়ে ওপরে গা ঢাকলেন। এ অবস্থায় মদীনা রওনা দিলেন।

মদীনা পৌঁছে মসজিদে নববীর দরজায় বসে পড়লেন। হযরত রাসূল (স) ফজর নামাযের জন্য আসলেন। আবদুল্লাহ্কে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

"রাসূল (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থী।"

"তোমার নাম কি ?"

"আবদুল উয্যা।"

"না, তুমি আবদুল্লাহ। তোমার লকব হবে যুলবাযাদাইন মানে দুই চাদরওয়ালা, আর তুমি আমার মসজিদে থাকবে।"

তাবুকের যুদ্ধের সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাসূল (স) বললেন, "গাছের ছাল নিয়ে এসো"। ছাল

www.pathagar.com

আনলেন। এ ছাল হযরত আবদুল্লাহ্‌র বাহুতে বেঁধে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন।

"হে আল্লাহ, আমি আবদুল্লাহ্‌র রক্ত কাফিরদের জন্য হারাম করতে চাই।"

হযরত আবদুল্লাহ চিৎকার করে উঠলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি তো শাহাদাতের মৃত্যু চাই।"

রাসূল (স) বললেন, "যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয় এবং পথে জ্বরেও যদি তার মৃত্যু হয় তাহলেও সে শহীদ।" তাই হলো, তাবুকের যুদ্ধে যাবার পথে হযরত আবদুল্লাহ জ্বরে ভুগে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর লাশ দাফনের সময়কার বর্ণনা এক সাহাবী এভাবে দিয়েছেন ঃ

"রাতের বেলা, হযরত বেলালের হাতে আলোর মশাল। কবরের ভেতরে হযরত আবুবকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) নেমে আছেন। হযরত রাসূল (স) এসে কবরে নামলেন, বললেন, "সাবধান! তোমার ভাইয়ের লাশ আদবের সাথে নামাও" এবং দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আবদুল্লাহ্‌র ওপর রাজি ছিলাম, অতএব তুমিও তার ওপর রাজি হয়ে যাও।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এক সম্মানিত ও ধনী সাহাবী ছিলেন। তিনি মৃত আবদুল্লাহ (রা)-এর এ মর্যাদা দেখে বললেন, "হায়, আজকে যদি আমি এ আবদুল্লাহ যুলবাযাদাইনের জায়গায় থাকতাম তাহলে কতই না ভালো হতো।"

❃

তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্

খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীযের মৃত্যুর আগে এক আত্মীয় মুসিলমা তাঁকে বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আপনার আওলাদকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে মাহরুম রেখেছেন, তাদের নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন। এটা কি

www.pathagar.com

ভাল হতো না যে, আপনি আমাকে বা কাউকে ওসিয়ত করে যেতেন যাতে আমরা আপনার সন্তানের দিকে খেয়াল রাখতে পারি।"

ওমর বিন আবদুল আযীয (র) দুর্বল আওয়াজে বললেন, "আমাকে উঠিয়ে বসাও।" তাকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসানো হলো।

খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "মুসিলমা, তুমি বলেছো আমি আমার সন্তানদের সম্পদ থেকে মাহরুম রেখেছি। আল্লাহ্‌র কসম আমি তাদের কোনো হক নষ্ট করিনি। যে মালে তাদের হক ছিল না (সরকারী মাল) তা তাদের দেইনি। অতপর তুমি বলেছ কোনো ব্যক্তিকে তাদের জন্য ওসিয়ত করে যাই। তাহলে শোনো, এ ব্যাপারে আমার প্রভু ও ওলী শুধু আল্লাহ। তিনি নেক লোকের সাহায্যকারী হন। আমার ছেলেরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য পথ সৃষ্টি করে দেবেন। আর যদি তারা পাপের পথ ধরে তাহলে সম্পদ দিয়ে ওদের পাপ বেশী করার জন্য শক্তিশালী বানাবো না।"

❋

দেয়ালের জ্বর

হযরত সালমান ফারসী (রা) রাসূল (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবী ছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাদায়েন তখন ইরান রাজ্যের রাজধানী, খুব জাঁকজঁমকপূর্ণ শহর ছিলো। গভর্নর হওয়ার পর হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর জীবনমান একদম সাদাসিধা হয়ে গেলো।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "গভর্নর হিসেবে আপনাকে কত ভাতা দিতে হবে?" তিনি বলেন, "দু'বেলা খাবার রুটি, একটি থাকার ঘর ও আমার ঘোড়ার জন্য ঘাস, ব্যস্, আর কিছু না।" লোকেরা আশ্চর্য হলো।

তিনি মাদায়েনে ইরানী এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। বিয়ের দিন শশুরবাড়ি গেলেন, দেখলেন ঘরের দেয়ালগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে সাজানো। তিনি এটা অপছন্দ করলেন। যেখানে গরীব মানুষ কাপড় না পেয়ে শীতে কষ্ট পায়, সেখানে কাপড় দিয়ে দেয়াল সাজানো, এটা অপচয় মনে করলেন।

www.pathagar.com

বললেন, "কি ব্যাপার, ঘরটার কি জ্বর হয়েছে যে, এর দেয়ালগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে !" হুকুম দিলেন কাপড়ের পর্দাগুলো সরাতে। কাপড় সরানো হলো। তারপর ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে যৌতুকের অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "এ জিনিসগুলো কার ?" বলা হলো "আপনার বধুর।"

তিনি বললেন, "আমার প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) এ ধরনের নির্দেশ দেননি। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার জিনিস এতটুকু থাকা দরকার যতটুকু এক মুসাফিরের কাছে পথের প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক।"

❋

খাবার স্বাদ

একবার হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর বাড়িতে কিছু সরকারী আমীর উমরা মেহমান হলেন। তিনি বাবুর্চিকে বলে দিলেন যে, আজকে খাবার একটু দেরী করে আনবে। খাবার সময় হয়েছে আর খাবার আনা হচ্ছে না, এই দেখে মেহমানরা একটু পেরেশান হলেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) মেহমানদের চেহারা দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন তাদের ক্ষুধা লেগেছে, তারপরও খাবার আনাতে দেরী করলেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলেন আরও ক্ষুধা বেড়েছে তখন বাবুর্চিকে বললেন, "তাঁদের বেশ ক্ষুধা লেগেছে, যা তৈরী কিছু আছে নিয়ে এসো।" বাবুর্চি কিছু ছাতু ও খেজুর নিয়ে আসলো। মেহমানরা ক্ষুধার্ত ছিলো, খুব মজা নিয়ে খেতে আরম্ভ করলো ফলে পেট ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পর আসল খানা আনা হলো, তাতে পোলাও-কোরমা-ফিরনীর মত রকমারী সুস্বাদু খাবার ছিল। মেহমানরা বললো, "আমাদের পেট ভরে গেছে। আর খেতে পারবো না।" হযরত উমর (র) অনেক অনুরোধের পর মেহমানরা অল্প অল্প করে কিছু খেলেন এবং অল্পতেই হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, "আমরা খেজুর ও ছাতু পেট ভরে খেয়েছি। সেজন্য এ সুস্বাদু খাবার খেতে পারলাম না।"

www.pathagar.com

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয বললেন, "সাধারণ খাবার দিয়ে মানুষের পেট ভরা যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে কেউ কেউ ভাল ও দামী খাবার জোগাড় করার জন্য অসৎ উপায়ে কেন আয় করে ?"

মেহমানদের ওপর এ উপদেশের প্রভাব পড়লে, ফলে তারা কেঁদে ফেললো।

❋

দামী মুক্তা

এক বড় বুযুর্গের কাছে এক শুভাকাঙ্ক্ষী একটি দামী মুক্তা হাদিয়া হিসেবে পাঠালো। মুক্তা দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'! বললেন, "এ মুক্তা পাশে দেয়ালের সেল্ফে রেখে দাও।"

খাদেম তা সেল্ফে রেখে দিল। কয়েকদিন পরে ঐ মুক্তা চুরি হয়ে গেলো—খাদেম এসে জানালো। বুযুর্গ শুনে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্'। খাদেম খুব আশ্চর্য হলো। জিজ্ঞেস করল, "হুযুর ব্যাপার বুঝলাম না। আপনি মুক্তা পাওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়লেন এবং মুক্তা হারানোর খবর শুনেও 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়লেন। মূল্যবান জিনিস পাওয়া বা হারানো দুই অবস্থায় তো কেউ খুশি হয় না।"

বুযুর্গ বললেন, "আমি মুক্তা পাওয়া বা হারানোর জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিনি বরং যখন মুক্তা পাওয়া গেল তখন আমি আমার মনটাকে যাঁচাই করলাম, তাতে মুক্তার জন্য কোন লোভের আনন্দ পেলাম না, তাই 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললাম। আবার যখন হারিয়ে গেল, তখন মনকে যাঁচাই করলাম, কোন দুঃখ পেলাম না, তখনও 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললাম।"

❋

www.pathagar.com

৩০০ টাকার চাকরী

দারুল উলূম দেওবন্দের মাওলানা কাসেম নানুতুবী (র)-কে জনৈক কুরআন শরীফের প্রকাশক তাঁর প্রকাশনীতে চাকুরী দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, ভাই আমার তো বেশী ইলম নেই যাতে কোন বড় রকম কাজ করতে পারবো, তবে কুরআন ছাপার সময় আরবী বানান যাতে শুদ্ধ হয় তা দেখে দিতে পারবো। এজন্য আমাকে মাসে দশ টাকা দেবেন।

ঐ সময় এক দেশীয় রাজ্যের নবাবের কাছ থেকে মাসে ৩০০ টাকার চাকরীর প্রস্তাব আসলো। মাওলানা উত্তর দিলেন যে, "চাকরী প্রস্তাবের জন্য শুকরিয়া। আমি এখন মাসে দশ টাকা বেতন পাই। পাঁচ টাকা আমার পরিবারের খরচের জন্য লাগে, বাকি পাঁচ টাকা আমার বেঁচে যায়। আপনার ওখান থেকে যে তিনশত টাকা পাবো তা থেকে পাঁচ টাকা আমার খরচ হবে, বাকি দুইশত পঁচানব্বই টাকা বেঁচে যাবে। এ বাকি টাকা কোথায় খরচ করবো এ চিন্তা সবসময় আমার মাথায় ঘুরপাক খাবে। তাই আমি দুঃখিত, আপনার চাকরীর প্রস্তাবগ্রহণ করতে পারলাম না।"

❋

রুমার কূপ

মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মুসলমানরা মদীনা আসলো তখন পানির খুব অভাব দেখা দিলো। মদীনা শহরে একটাই কূপ ছিল, যার পানি খাবার উপযুক্ত ছিলো। এ কূপের নাম বিরে রুমা বা রুমার কূপ। এর মালিক ছিল এক ইহুদী, সে পানি বিক্রি করতো।

রাসূল (স) সাহাবীদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, এ রুমার কূপ কিনে জনসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করতে পারে।" হযরত উসমান (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল আমি এ কাজ করতে পারি।"

কূপের মালিক ইহুদী অর্ধেক কূপ বিক্রি করতে রাজি হলো সেটা এভাবে যে, একদিন উসমান (রা) ব্যবহার করবেন আর একদিন ইহুদী

www.pathagar.com

ব্যবহার করবে। বাধ্য হয়ে হযরত উসমান (রা) বারো হাজার দিরহামে অর্ধেক কূপ কিনলেন।

অভাব দূর করার পন্থা এটা করা হলো যে, হযরত উসমানের দিনে মুসলমানরা দুই দিনের পানি তুলে নিত। ইহুদীর লাভ করার বুদ্ধি পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। তখন বাধ্য হয়ে সে বাকি অর্ধেকটা বিক্রি করতে রাজি হলো। হযরত উসমান (রা) বাকিটা আট হাজার দিরহামে কিনে নিলেন এবং পুরাটা জনসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন।

❋

মদীনার দুর্ভিক্ষ

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খেলাফতের সময় বৃষ্টি না হওয়ার জন্য খাদ্য উৎপাদন কমে গেলো, খাদ্য ও জিনিসের অভাব চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো।

এক সন্ধ্যায় হযরত উসমান (রা)-এর উটের কাফেলা মদীনা পৌঁছলো, তাতে এক হাজার উট ছিলো। তাতে গম, কিসমিস ও জয়তুনের তেল বোঝাই ছিলো। উটের কাফেলা হযরত উসমানের বাড়ির সামনে থামানো হলো ও সমস্ত জিনিসপত্র নামানো হলো।

কিছুক্ষণ পর শস্য ব্যবসায়ীরা এসে হাজির হলো এবং খাদ্যসামগ্রী কিনতে চাইলো। হযরত উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কত লাভ দেবে।" তারা বলল, "দুইগুণ।" তিনি বললেন, "আমি এরচেয়ে বেশী লাভ পাচ্ছি।" ক্রেতারা বললো, "ঠিক আছে চারগুণ নিয়ে নিন।"

হযরত উসমান (রা) বললেন, "আমাকে এর চেয়ে বেশী লাভ দেয়া হচ্ছে।" ব্যবসায়ীরা আশ্চর্য হয়ে বললো, "আমরা সব ব্যবসায়ীরা তো এখানেই আছি, আবার কে আপনাকে বেশী দাম দিলো?"

হযরত উসমান (রা) বললেন, "আল্লাহ তো একের বদলে দশগুণ ওয়াদা করেছেন। তোমরা কি এর চেয়ে বেশী দিতে পারো?"

www.pathagar.com

সবাই বললো, "জিনা।"

হযরত উসমান (রা) বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি সব খাদ্যসামগ্রী গরীব মিসকীনদের জন্য ওয়াকফ্ করে দিলাম।"

❋

এক লাখ আশি হাজার দিরহাম

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর কাছে তার ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) দুই থলি রূপা ও এক লাখ আশি হাজার দিরহাম হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকা উম্মে দুররাকে দিয়ে থলি ভর্তি করে করে আশেপাশে গরীব মিসকীনদের মধ্যে ঐ দিরহাম ও রূপাগুলো বণ্টন করে দিলেন।

সন্ধ্যা হলো, হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে বললেন, "আমি রোযা রেখেছি, ইফতারের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো।" উম্মে দুররা রুটি ও যয়তুনের তেল নিয়ে আসলেন। গোশত ছিলো না।

উম্মে দুররা বললেন, "বিবিজান, আপনিতো সব মাল দিনে বণ্টন করে খরচ করে ফেললেন। আমাদের জন্য যদি এক দিরহামের গোশত আনিয়ে নিতেন তো কি হতো ?"

হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "ঐ সময় তুই মনে করিয়ে দিলি না কেন তাহলে আনিয়ে নিতাম।" এই বলে ঐ রুটি ও যয়তুনের তেল দিয়ে ইফতার করলেন ও আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন।

❋

একটি রুটি

একদিন হযরত আয়েশা (রা) রোযা ছিলেন এবং ঘরে একটি রুটি ছাড়া ইফতারের জন্য কিছু ছিলো না। এ সময় এক ক্ষুধার্ত মিসকীন এসে

www.pathagar.com

খাবার চাইল। তিনি তাঁর পরিচারিকাকে বললেন, "ঐ রুটিটা তাকে দিয়ে দাও।"

পরিচারিকা বললো, "এটা দিলে আপনি ইফতার কি দিয়ে করবেন ?"

তিনি বললেন, "তুমি দিয়ে তো দাও, তারপর দেখা যাবে।"

সন্ধ্যা হলো, ইফতারির সময়ের আগে একজন তার জন্য ছাগলের গোশত পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, "নে তুইও খা, তোর রুটির থেকে তো এটা ভাল।"

❋

মেহমানদারী

একবার এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি রাসূলের (স) কাছে আসলেন। সেদিন রাসূলের ঘরে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না।

রাসূল (স) সাহাবীদের বললেন, "আজকে এ ব্যক্তির মেহমানদারী কে করতে পারে ?"

হযরত আবু তালহা (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি করবো।" মেহমানকে সংগে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরে কোনো খাবার আছে কি ?"

স্ত্রী বললেন, "শুধু বাচ্চাদের জন্য খাবার আছে।"

সাহাবী বললেন, "তুমি বাচ্চাদের ফুসলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও, আর আমি যখন মেহমানকে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসবো তখন বাতি নিভিয়ে দিও। আমি ভান করে মুখ নাড়বো যাতে মেহমান মনে করে আমিও সংগে খাচ্ছি।" এভাবে মেহমানকে খাওয়ানো হলো। মেহমান কিছুই টের পেলোনা যে, তাকে খাইয়ে বাড়ির লোক উপোস থাকছে।

পরের দিন সকালে যখন হযরত আবু তালহা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন, তখন রাসূল (স) খুশি হয়ে বললেন যে, "কাল রাতে

www.pathagar.com

তোমাদের মেহমানদারী দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুব খুশি হয়েছেন এবং আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

"তারা অন্যকে নিজের ওপর গুরুত্ব দেয় যদিও তারা অভাবী হয়।"
-সূরা আল হাশর ঃ ৯

❋

বুড়ির ছাগল

আবুল হোসাইন মাদায়েনী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ইমাম হাসান (রা), হযরত হুসাইন (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা) এক সংগে হজ্জে যাচ্ছিলেন। সফরে যে উটে খাবার সামগ্রী ছিলো সেটা অনেক পেছনে রয়ে গেলো। এক সময় তাদের খুব ক্ষুধা ও পিপাসা পাওয়ায় রাস্তার ধারে এক গরীব বুড়ির তাবু দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন, বুড়িকে ডেকে বললেন, "বুড়িমা কিছু পান করার আছে?" বুড়ি বললো, "হ্যাঁ। তোমরা বসো। আমার একটি বকরী আছে। আমি তার দুধ দোহন করে আনছি।" বুড়ি বকরীর দোহন করা দুধ এনে তাঁদের দিলো। তাঁরা খুব তৃপ্তির সাথে পান করলেন। তারপর বললেন, "কিছু খাবার আছে কি?" "তৈরি কিছু নেই, এ বকরীটাই আছে। তোমরা জবেহ করে খেতে পারো" বুড়ি বললো। তাঁরা ঐ ছাগলটা জবেহ করে গোশত পাক করে খেলেন। অতপর বুড়িকে বললেন ঃ

"আমরা কুরাইশ বংশের লোক। যখন হজ্জ থেকে ফিরবো তখন তুমি আমাদের কাছে এসো। আমরা তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করলো।" এই বলে তাঁরা চলে গেলেন।

বুড়ির স্বামী বাইরে থেকে ফিরে এসে ঘটনা শুনে বুড়ির ওপর রাগ করে বললো, "তুমি বকরী এমন লোকদের খাওয়ালে যাদের তুমি চিনলে না ওরা কারা।"

কিছুদিন পর ঐ বুড়া-বুড়ি অভাবের কারণে মদীনা শহরে আসলো। তারা উটের মেগুি (মল) কুড়িয়ে কুড়িয়ে বিক্রি করতো।

www.pathagar.com

একদিন বুড়ি ইমাম হাসানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি বুড়িকে চিনতে পেরে ডাক দিলেন, "ও বুড়িমা! তুমি আমাকে চেনো ?" বুড়ি বললো, "না তো।"

তিনি বললেন, আমি সেই লোক যে গত হজ্জের সময় অন্য দুজনসহ তিনজন তোমার মেহমান হয়েছিলাম।

সে বললো, "আপনি সেই তিনজনের একজন ?"

"হ্যাঁ, আমি সেই তিনজনের একজন।" অতপর নিজের গোলামদের বললেন, "এ বুড়িকে এক হাজার ছাগল কিনে দাও এবং এক হাজার দীনার নগদ নিয়ে দাও।"

তাই দেয়া হলো এবং নিজের গোলামের সাথে তাকে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ইমাম হুসাইন (রা) বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই সাহেব আপনাকে কি দিলেন ?"

বুড়ি বললো, "এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দীনার।"

ইমাম হুসাইনও বুড়িকে এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দীনার দিলেন ও নিজের গোলামের সাথে আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ বিন জা'ফর জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ দুই ভাই তোমাকে কি দিয়েছে ?"

বুড়ি বললো, "তারা দু হাজার ছাগল ও দু হাজার দীনার দিয়েছে।"

আবদুল্লাহ বুড়িকে দু হাজার ছাগল ও দু হাজার দীনার দিলেন এবং বললেন, "তুমি আগে আমার কাছে আসলে আরো বেশী দিতাম যা তারা দিতে পারতেন না।"

শেষে বুড়ি এক ছাগলের জায়গায় চার হাজার ছাগল ও চার হাজার দীনার নিয়ে খুশি হয়ে তার স্বামীর কাছে চলে গেলো।

❋

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খরচ

আল্লাহ্‌র মুত্তাকী বান্দারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দিল খুলে খরচ করতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু নেক বান্দার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের

হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা)-এর খেজুর বাগান ছিল। যখন খেজুরের ফসল পেকে যেতো তখন বাগানের বাইরের দেয়াল ভেঙে ফেলতেন এবং সাধারণভাবে সবাইকে অনুমতি দিতেন, যার খুশি এসে খেয়ে যাবে বা খাওয়ার জন্য নিয়ে যাবে।

২. ইমাম যয়নুল আবেদীন

ইমাম যয়নুল আবেদীন (র)-এর কাছে কোনো সায়েল আসলে ইমাম বলতেন ঃ

"মারহাবা! আমার সম্পদকে আখেরাতে পৌছানেওয়ালা মারহাবা!" অতপর নিজে উঠে গিয়ে সায়েলকে যা দেবার নিজের হাতে দিতেন। তিনি বলতেন, "সাদ্‌কা অভাবী লোকের হাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ্‌র হাতে যায়।" তাঁর জীবনে দুবার এমন সময় গেছে যখন তিনি নিজের সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন যখন ইন্তেকাল করেন তখন গোসলের সময় দেখা গেল তার শরীরে নীল দাগ। জানা গেল তিনি রাতের বেলা খাদ্য সামগ্রীর বস্তা নিজে ঘাড়ে বহন করে গরীবদের ঘরে পৌছে দিয়ে আসতেন এবং এর ফলেই শরীরে দাগ পড়েছে।

৩. হযরত ইমাম আবু হানিফা

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) কাপড়ের ব্যবসায় বছরে প্রায় চার লাখ টাকা লাভ করতেন যার বেশীর ভাগ তাঁর শহরের গরীব মিসকীন লোকদের সাহায্যের জন্য খরচ করতেন।

৪. ইমাম আবু ইউসুফ (বাগদাদ)

হযরত ইমাম আবু ইউসুফের বার্ষিক আয় চার লাখ টাকার কম ছিলো না। তিনিও আয়ের বেশীর ভাগ গরীবদের সাহায্য ও বিধবাদের উপকারে খরচ করতেন।

www.pathagar.com

৫. ইমাম লায়স মিশরী

ইমাম লায়স মিশরের এক বড় আলিম ছিলেন। তাঁর বার্ষিক আয় আশি হাজার আশরফী ছিলো। কিন্তু কোনো সময় তাঁর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়নি। কারণ বছর শেষ হওয়ার আগেই সমস্ত টাকা ভাল কাজে খরচ করে ফেলতেন। বছর শেষে টাকা বাঁচতো না এবং যাকাত ওয়াজিব হতো না।

৬. ইমাম শেখ আবদাহু (মিশর)

ইমাম শেখ মুহাম্মাদ আবদাহু (মিশরের মুফতি)-এর বার্ষিক আয়ের অর্ধেক টাকা নেক কাজে খরচ করতেন।

৭. ইমাম হাসানুল বান্না (মিশর)

ইমাম হাসানুল বান্না তাঁর আয়ের তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ গরীব আত্মীয়-স্বজনের জন্য, আর এক ভাগ ইসলামী আন্দোলনের জন্য খরচ করতেন।

❋

দশ হাজার দীনার

রাবি ইবনে সুলায়মান (রা) বর্ণনা দিয়েছেন যে, একবার ইমাম শাফেয়ী মক্কা মোয়াজ্জামায় আসলেন। তাঁর সাথে দশ হাজার দিনার ছিলো। তিনি মক্কা শহরের বাইরে তাঁবু ফেললেন ও তাঁবুর সামনে চাদর বিছিয়ে ঐ দিনারগুলো ঢেলে দিলেন। যারা এসে তাকে সালাম করতো তাকে একমুঠ দিনার দিতেন। জোহরের নামায পর্যন্ত কিছুই বাকী রইলো না। চাদর ঝেড়ে উঠিয়ে নিলেন। এরপর মক্কা শহরের দিকে রওয়ানা দিলেন। ঘোড়ায় উঠবার সময় এক সায়েল এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো। তারও কিছু চাই। অথচ দিনার শেষ। ইমাম শাফেয়ী রাবিকে হুকুম দিলেন চার শত দিনার তার কাছ থেকে দিয়ে দিতে এবং কম দেয়ার জন্য মাফ চাইতে। সায়েলকে ফিরাতে নেই।

❋

www.pathagar.com

বাদশাহ্ ফয়সল ও কবি

শাহ্ ফয়সাল যখন সাউদী আরবের বাদশাহ্ হলেন তখন একজন কবি তাঁর প্রশংসায় একটি কবিতা লিখলো এবং এক মজলিসে তাকে কবিতাটি শুনালো, যাতে কিছু পুরস্কার পাওয়া যায়।

কয়েকদিন পরে বাদশাহ্ ফয়সল সেই কবি সাহেবকে খাবার দাওয়াত দিলেন। কবি সাহেব যখন আসলেন তখন বাদশাহ্ একজনকে ইশারা করলেন। সে ব্যক্তি কবি সাহেবের প্রশংসায় একটি কবিতা শুনালো।

বাদশাহ্ বললেন, "কবি সাহেব, আপনার ও আমার হিসাব সমান হয়ে গেলো কেমন ?"

বাদশাহ্ ফয়সল এ ব্যবহারে প্রমাণ করলেন যে, সরকারী টাকা এবং দেশের ক্ষমতা আল্লাহ্র আমানত। অপচয় করা যায় না।

❋

রাজপ্রাসাদের দুটি দোষ

বাগদাদের খলীফা মেহেদী এক বিরাট রাজপ্রাসাদ তৈরি করলেন। দেখতে খুবই সুন্দর। খলীফা মেহেদী খলীফা হারুন অর রশীদের পিতা ছিলেন। রাজপ্রাসাদ তৈরি হওয়ার পর তিনি হুকুম দিলেন, "যে এ প্রাসাদ দেখতে চায় তাকে দেখাও, পক্ষের হোক বা বিপক্ষের হোক, কেউ দোষ বের করলে সে ব্যাপারে আমি চিন্তা করবো এবং দোষ দূর করার চেষ্টা করবো।"

অনেক লোক দেখতে আসলো এবং প্রশংসাও করলো। একদিন একজন অচেনা লোক আসলো। পুরা প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখলো।

অচেনা লোকটি বললো, "এটাতে দুটো দোষ আছে।" তাকে খলীফার কাছে আনা হলো। তিনি বললেন, "তুমি কি দোষ দেখেছো ?"

www.pathagar.com

সে বললো, "দুটো দোষের মধ্যে একটি হলো এ প্রাসাদে যে থাকবে সে চিরদিন থাকবে না। আর দ্বিতীয় দোষ হলো এ প্রাসাদটিও চিরদিন থাকবে না। চিরদিন একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই থাকবে।"

মেহ্‌দী একথা শুনে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর মনের পরিবর্তন এনে দিলেন। খলীফা হুকুম দিলেন এ প্রাসাদটি গরীব মিসকিনদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হোক এবং তিনি নিজে অন্য বাড়িতে চলে গেলেন।

❃

হিকমতের কথা

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বড় আলিম, ওয়ায়েজ ও লেখক ছিলেন। তিনি একবার জৌনপুর ওয়াজের দাওয়াতে রওয়ানা দিচ্ছিলেন, এ সময় একটি চিঠি পেলেন, খুলে পড়লেন। তাতে লেখা, "তুমি জোলা, তুমি কাফির, তুমি জাহিল।"

মাওলানা চিন্তা করলেন, এটা ওয়াজের সময় কাজে লাগবে, চিঠিটা সাথে নিয়ে নিলেন। ওয়াজের সময় চিঠিটা বের করে জনগণের সামনে পাঠ করলেন, তাতে লেখা, "তুমি জোলা, তুমি কাফির, তুমি জাহিল।" তিনি বললেন, "ভাই যদি আমি জোলা হই তাতে কি হলো, আমিতো এখানে বিয়ে শাদির জন্য আসিনি, আমি এখানে এসেছি আল্লাহ্‌র কথা শোনাবার জন্য। তারপর এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যাকে যেখানে পয়দা করেন। মূলকথা হলো আমল, যার আমল ভাল সে লোক ভাল, বংশের কোনো দাম নেই। কত বড় বড় বুজুর্গ ছিলেন যারা কর্মকার, কাঠমিস্ত্রি, ধুনকার, দরজী ও ঘোড়ার রাখাল। হযরত ইয়াহ্‌হিয়া (আ) ও হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। হযরত ইদ্রিস (আ) কাপড় সেলাই করতেন। হযরত দাঁউদ (আ) কর্মকার ছিলেন। তারপর দুনিয়ার নেতাদের মধ্যে দেখো স্টালিন মুচির ছেলে, মুসেলিনি কর্মকারের ছেলে, কুতুবুদ্দীন আইবেক ইলতুতমীশ একজন কৃতদাস, যিনি দিল্লির বাদশাহ্‌ ছিলেন।"

www.pathagar.com

মাওলানা আবার বললেন, "চিঠির লেখক লিখেছেন, তুমি কাফির, তাতে কি হলো, আমি এখনই কালেমায়ে শাহাদাত পড়ছি। আবার চিঠির লেখক লিখেছেন তুমি জাহিল। হ্যাঁ, এটা আমি আপনাদের সামনে স্বীকার করছি যে আমি জাহিল।"

❋

হযরত আলী (রা)-এর চাকর

একবার হযরত আলী (রা) তাঁর এক কৃতদাসকে আসার জন্য ডাক দিলেন। সে কোনো উত্তর দিলো না। কয়েকবার ডাকলেন তবুও সে কোনো উত্তর দিলো না। শেষে নিজে উঠে কৃতদাসের কাছে গেলেন। দেখলেন, সে শুয়ে আছে। তিনি তাকে বললেন, "কি ব্যাপার, কয়েকবার ডাকলাম তুমি শুনোনি।"

সে বললো, "জ্বী শুনেছিলাম।"

হযরত আলী বললেন, "শোনার পর সাড়া দিতে কি বাধা ছিলো।" চাকর উত্তর দিলো, "আপনার পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি পাবো না, এজন্য নির্ভয়ে ছিলাম এবং অলসতা করলাম।"

হযরত আলী বললেন, "তুমি চলে যাও। তোমাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্বাধীন করে দিলাম।"

❋

আহনাফের ধৈর্য

আহনাফ বিন কায়েস একজন বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। খুবই ধৈর্যশীল।

একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো—"এত ধৈর্য ধরা কার কাছ থেকে শিখলেন।"

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "কায়েস বিন আসিমের কাছে।" প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করলো, "তাঁর মধ্যে আপনি কি দেখলেন ?"

তিনি বললেন, "একদিনের ঘটনা, তিনি বাসায় ছিলেন। কৃতদাসী তার জন্য শিক কাবাব পাক করলো। শিকসহ গরম গরম কাবাব নিয়ে কায়েসের কাছে হাজির হলো। হঠাৎ তার হাত থেকে কাবাবসহ শিক কায়েসের ছোট ছেলের ওপর পড়লো। গরমে পুড়ে গিয়ে ছেলেটা মারা গেলো। কৃতদাসী ভয় পেলো। কায়েস বিন আসিম বললেন—

"ভয়ের কোনো কারণ নেই। যা তোকে আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে স্বাধীন করে দিলাম। তুই চলে যা।"

❃

আবু যর গিফারী ও আমীর মুয়াবিয়া

সিরিয়া দেশে আমীর মুয়াবিয়া এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করছিলেন। হাজার হাজার মজুর কাজ করছিল। ঐ প্রাসাদের নাম রাখা হয়েছিল, 'আল খিজরা'। একদিন আমীর মুয়াবিয়া প্রাসাদ দেখতে আসলেন। হযরত আবু যর গিফারী (রা) ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমীর মুয়াবিয়াকে দেখে কাছে এসে বললেন ঃ

"মুয়াবিয়া যদি এটা আল্লাহ্‌র মাল হয় তাহলে এটা খেয়ানত হচ্ছে। আর যদি তোমার নিজের মাল হয় তবে অপচয় হচ্ছে।" আমীর মুয়াবিয়া অন্যদিকে মুখ ফেরালেন, কিছু বললেন না।

❃

আবু যর গিফারীর নির্ভীক নসীহত

হযরত আবু যর গিফারীর কাছে সাধারণ লোক এসে আমীর মুয়াবিয়ার সম্পর্কে অভিযোগ করতো যে, গরীবদের কিছু দেয়া হচ্ছে না।

www.pathagar.com

ধনীদেরই আরও সম্পদ দেয়া হচ্ছে। তিনি এসব ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে পারেননি। তাই একদিন দামেস্কের মসজিদে আসলেন ও হাজারো লোকের সামনে বক্তব্য রাখলেন ও হক কথা বলতে একটুও ভয় করলেন না।

তিনি বললেন, "ইদানিং এমন কাজকাম দেখা যাচ্ছে যা আগে আমি দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম, না এগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে না নবীর সুন্নাতে। হক বিলোপ করা হচ্ছে এবং বাতিলের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। সত্যকে মিথ্যা করা হচ্ছে। গুরুত্বের মাপকাঠি ভিন্ন বানানো হচ্ছে।"

"হে ধনী ব্যক্তিরা, অভাবী লোকদের খোঁজ নাও। যারা সোনা-রূপা জমা করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না, তাদের আগুনের লোহা দিয়ে শরীর ছেক দেবার সংবাদ শুনিয়ে দাও।"

"মনে রাখো তোমার মালে তিন শরীক। এক, তোমার তাকদীর, যে তোমাকে জিজ্ঞেস ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্ত নেয়। দুই, তোমার ওয়ারিস, (উত্তরাধিকারী) যারা অপেক্ষা করছে কবে তোমার চোখ বন্ধ হবে, আর তারা এ মাল নিয়ে যাবে। তিন, তুমি নিজে, যদি তুমি পারো ওপরের দুই হকদারকে হারিয়ে দাও।"

আল্লাহ বলেছেন, "তুমি কল্যাণের কাছে পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার প্রিয় জিনিস আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করো।"

"হে মালদারগণ! তোমরা কি জান না যে, মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার তিন আমল ছাড়া অন্য সব আমল শেষ হয়ে যায়।"

"প্রথম সাদাকায় জারিয়া। দ্বিতীয় ইলম্ যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হলো। তৃতীয় নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। তোমরা রেশম কাপড়ের পর্দা আর দিবা কাপড়ের দামী বিছানা ব্যবহার করো। আরবী সোফ কাপড়ে শুতে তোমাদের কষ্ট হয়। যদিও রাসূল (সা) মোটা কাপড়ের ওপর শুতেন। তোমাদের সামনে অনেক কিসিমের খাবার আনা হয়, যদিও রাসূল (স) জবের রুটিও পেট ভরে খেতেন না।"

"হে মাল জমাকারীরা! তোমরা কি জান না যে, প্রত্যেক দিন সকাল বেলা দুই ফেরেশতা নামে। একজন বলে আল্লাহ এমন লোককে মাল দাও, যে খরচ করে এবং নিজের জন্য জমা করে। আর দ্বিতীয় ফেরেশতা বলে, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে মাল দাও, যে এটা জমা করে রাখে এবং এভাবে এটা নষ্ট করে।"

www.pathagar.com

আমীর মুয়াবিয়াকে খবর দেয়া হলো আবু যর গিফারী সিরিয়ায় থাকলে জনগণকে নিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে দেবেন। আমীর মুয়াবিয়া চিন্তা করলেন এবং হযরত আবু যরকে ডেকে সাইপ্রাসের জিহাদে যাওয়ার জন্য বললেন। তিনি রাজি হলেন এবং এভাবে তাকে দামেস্ক শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

❃

আবু যর গিফারী ও রাষ্ট্রের বায়তুলমাল

হযরত আবু যর গিফারী (রা) যখন সাইপ্রাস জয়ের পর দামেস্কে ফিরলেন, তখন লোকেরা অভিযোগ করলো যে, আমীর মুয়াবিয়া তার প্রত্যেক বক্তৃতায় ঘোষণা দিতেন যে, বায়তুলমাল আল্লাহ্‌র মাল। আবু যর (রা) বুঝে ফেললেন, একথা বলার পেছনে উদ্দেশ্য কি। কথার উদ্দেশ্য ছিলো যে, মুসলমানদের মনে বুঝিয়ে দেয়া এটা আল্লাহ্‌র মাল। সুতরাং খলীফা ও প্রশাসকদের নিজের ইচ্ছামত এ মাল খরচ করার অধিকার আছে।

আবু যর (রা) সোজা আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে মুয়াবিয়া ! তুমি কোন্ ভিত্তিতে মুসলমানদের মালকে আল্লাহ্‌র মাল বলো।"

মুয়াবিয়া বললেন, "আবু যর তোমার ওপর আল্লাহ্ রহম করুন। আমরা সবাই কি আল্লাহ্‌র বান্দা নয় এবং এসব মাল কি তাঁর মাল নয়।"

আবু যর (রা) বললেন, "না, না, তুমি এভাবে বলতে পারো না।"

মুয়াবিয়া বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে আগামীতে আমি মুসলমানদের মাল বলবো কিন্তু আবু যর (রা) তুমি আমার ওপর নারাজ কেন ?"

আবু যর বললেন, "ফাইয়ের মাল (যুদ্ধে পাওয়া ও ট্যাক্স দ্বারা আদায়কৃত মাল) মুসলমানদের হক। এর মধ্য থেকে এক পয়সাও রাখার তোমার অধিকার নেই। কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর তরীকার বিরোধিতা করছো। এ মালকে নিজের জন্য ও বানু উমাইয়াদের জন্য জমা করে রাখছো।"

www.pathagar.com

আমীর মুয়াবিয়া বললেন, "আবু যর আমি সে জন্য মাল জমা করছি না, যেটা তুমি চিন্তা করেন, আমি মাল এজন্য জমা করছি যে, এটা মুসলমানদের সাধারণ এজমালী খরচের জন্য রিজার্ভ থাকুক। মুসলমানদের ওপর মাল খরচ করার ব্যাপারে আমি কৃপণতা করি না।"

আবু যর (রা) বললেন, "তুমি এ মাল খরচ করে আল্লাহ্‌র রেজামন্দি চাও না বরং তুমি চাও যে, লোকেরা তোমার প্রশংসা করুক আর বলুক মুয়াবিয়া খুব সখী-দাতা। মুয়াবিয়া তুমি ধনীদের আরও বেশী ধনী বানিয়েছো।"

❋

খলীফা আবদুল মালিক ও কবি ওমর বিন সালাম

খলীফা আবদুল মালিক মুস'আব বিন যুবায়েরকে পরাজিত করে কুফা জয় করলেন। রাজপ্রাসাদের 'কাসরুল উমারা'তে দরবার বসলো। সেনা অফিসার, এলাকার সরদার, আমীর-উমরা সবাই পুরস্কার পাওয়ার জন্য হাজির হলেন। দরবারে খলিফার খুব প্রশংসা হলো। এ সময় মুস'আব বিন যুবায়ের এর কাটা মাথা থালায় রেখে খলীফার সামনে হাজির করা হলো।

এ সময় ইরাকের এক বৃদ্ধ কবি ওমর বিন সালাম চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন এবং হাতজোড় করে খলীফাকে বললেন, "আমি এ জয়ের আনন্দের সময় একটি কবিতা পড়তে চাই। অনুমতি দিন।"

খলীফা অনুমতি দিলেন। কবি ওমর খলীফা ও সমস্ত দরবারের লোকদের সম্বোধন করে কবিতা পাঠ আরম্ভ করলেন যার অর্থ ছিলো ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আমার বৃদ্ধ চোখ এ প্রাসাদে এক আজব তামাশা দেখেছে। বেশী দিন হয়নি এ প্রাসাদে ইবনে যিয়াদের সামনে রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাথা এভাবে রাখা দেখলাম।

তারপর আমার চোখ এটাও দেখলো যে, মুখতার সাকাফী সিংহাসনে বসা ও ইবনে যিয়াদের মাথা তার সামনে পড়ে ছিল।

www.pathagar.com

ইতিহাসের পাতা আবার উল্টালো এবং দেখলাম, মুবারক সালামতের আওয়াজের মধ্যে মুস'আব বিন যুবায়েরের সামনে মুখতারের মাথা পেশ করা হচ্ছে।

আজ মুসআব এর মাথা আপনার সামনে পড়ে আছে। হে খলীফা, আল্লাহ্ আপনার হেফাযত করুক।"

বৃদ্ধ কবির মুখ দিয়ে এ রক্তাক্ত ইতিহাস শুনে খলীফা আবদুল মালিক কেঁপে উঠলেন এবং ভয়ে চিৎকার করে বললেন ঃ

"এ খুনি প্রাসাদ ভেঙে চুরমার করে দাও, যাতে এ বৃদ্ধ কবির চোখকে আর এ ধরনের দৃশ্য দেখতে না হয়।"

❃

সাদ বিন রবী ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

একদিন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবার প্রাঙ্গনে বক্তৃতা করছিলেন। ঐ সময় সেখানে সাদ বিন রাবী উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষে সাদ রাগ করে বললেন ঃ

"কাবার এলাকায় সেই ব্যক্তি কি বক্তৃতা করার অধিকার রাখে যে ইসলামী আইনের বিরোধী, যে আল্লাহ্র হারাম করাকে হালাল করেছে, যে আল্লাহ্র বন্ধুদের প্রকাশ্যে হত্যা করেছে ?"

হাজ্জাজ একথাগুলো শুনে রেগে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, 'এই লোক কে ?

একজন বললো, 'ইনি সাদ বিন রাবী।"

হাজ্জাজ সাদকে বললেন, "আমার রাগ হলে কি করতে পারি তুমি জানো না ?"

সাদ বললেন, "ভালো করে জানি। কিন্তু আল্লাহ্র রাগ এর চেয়েও ভয়ংকর।"

হাজ্জাজ আরও রেগে গেলেন এবং তার এক কর্মচারীকে ইশারা করলেন, কর্মচারী সাথে সাথে বিষে ডুবানো এক ছুরি সাদের বুকে ঢুকিয়ে দিল এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

❃

www.pathagar.com

ইবরাহীম নাখয়ীর জায়গায় ইবরাহীম তাইমী

হাজ্জাজ ইরাকের গভর্নর। সে এক আলিম ইবরাহীম নাখয়ীকে হত্যা করার জন্য ধরে আনার হুকুম করলো। সিপাহীরা ভুল করে ইবরাহীম নাখয়ীর জায়গায় ইবরাহীম তাইমীকে ধরে নিয়ে আসলো। দুজনই কূফার আলিম। পারস্পরিক কিছু বিরোধও হতো।

হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ইবরাহীম নাখয়ী।" ইবরাহীম তাইমী চুপ করে রইলেন। তিনি জানতেন নাখয়ীর শাস্তি হত্যা। নাখয়ীকে বাঁচানোর জন্য তাইমী শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন। হাজ্জাজ তাকে জেলে পাঠিয়ে দিলো।

তাইমীকে এমন ঘরে বন্দি করা হলো যার ছাদ ছিল না। শুধু দেয়াল ঘেরা। সারাদিন রোদের গরম আর সারারাত শিশিরের ঠাণ্ডা। তাকে লোহার জিঞ্জিরে বেঁধে রেখে নানা রকমের নির্যাতন করা হতো। এ নির্যাতনের ফলে জেলখানায় তার মৃত্যু হয়। তিনি মনে করতেন ও বলতেন, "ইবরাহীম নাখয়ী জাতির মূল্যবান সম্পদ। আমার জীবন থেকে তাঁর জীবন অধিক মূল্যবান।"

❃

হাসান বসরী ও বসরার গভর্নর

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের খেলাফত কাল। ওমর ইবনে হুবায়রা বসরার গভর্নর নিযুক্ত হলেন। গভর্নর হওয়ার পর একদিন হাসান বসরীকে ডেকে বললেন ঃ

"আপনি জানেন ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিককে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর খলীফা বানিয়েছেন এবং আমি তার পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর। তার পক্ষ থেকে যে হুকুম পাই তাই করি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?"

হাসান বসরী (র) উত্তর দিলেন, "ওমর ইয়াযিদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো, হক কথায় ইয়াযিদকে ভয় করো না। আল্লাহ

www.pathagar.com

ইয়াযিদের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু ইয়াযিদ আল্লাহ আহ্‌কামুল হাকিমীনের গযবকে বাধা দিতে পারবে না। সে সময় খুব নিকটবর্তী, যখন আল্লাহ্ তোমার কাছে এক ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তোমাকে তোমার বিলাসী বিছানা ও বিরাট প্রাসাদ থেকে পৃথক করে কবরে পৌঁছে দেবে। যেখানে তোমার আমল ছাড়া আর কিছু নাজাত দিতে পারে না। যদি তোমার খলীফা ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো হুকুম দেয় তাহলে কোনো সময় তা মানবে না। কেননা আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, যে কাজের দ্বারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয় সে কাজে কারো হুকুম মানা যাবে না।”

ওমর একথা শুনে রেগে গেলো এবং এগারো দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন দশ দুররা (চাবুক) করে মারার হুকুম দিল। কিন্তু এ যুলুমের পরেও তাঁর সত্য কথা বলার জযবা শেষ করতে পারেনি। ওমর যখনই হাসান বসরীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলতো তিনি সবসময় একই কথা বলতেন, যা প্রথমবার বলেছিলেন।

❃

ইমাম আওযায়ী ও খলীফা মনসুর

ইমাম আওযায়ী নামকরা মুহাদ্দিস ছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবকে খুব সম্মান করতেন। একবার তাকে ডেকে কিছু নসিহত করার জন্য বললেন। ইমাম সাহেব বললেন ঃ

“আমীরুল মু'মিনীন! নিজের ব্যাপারে চিন্তা করুন। এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চান এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করুন। যা যমীন ও আসমানের সীমানা থেকেও প্রশস্ত। যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতে যদি কারো জন্য এক ধনুক সমান বা এক মিটার জায়গাও পাওয়া যায় তা হবে এ পৃথিবী ও তার সব জিনিস থেকে উত্তম।

আমীরুল মু'মিনীন এ রাজত্ব যা আপনার হাতে আজকে আছে তা যদি আগের লোকদের হাতে থাকতো তাহলে আপনার কাছে আসতো না। অতপর যেভাবে অন্যদের কাছে তা থাকেনি আপনার কাছেও থাকবে না।

www.pathagar.com

আমাদের চোখ অন্যদেরকে দেখে অথচ আমাদেরকে নিজের জন্য ফিকির করা দরকার। জান্নাতের আশা মনের ভেতর পোষণ করা দরকার। আজকে যে বৈষয়িক সম্পদ, বাড়িঘর, দোকান-কারখানা, ধন-সম্পত্তি আমাদের কাছে আছে সেগুলো যদি অন্যদের কাছে থাকতো তাহলে আমরা পেতাম না। ঠিক যেমন অন্যদের কাছে এগুলো নেই আমাদের কাছেও থাকবে না।"

❋

ইমাম মালিক ও খলীফা মনসুর

বাগদাদের খলীফা জাফর আল মনসুর যালিম শাসক ছিলেন। একদিন সে হযরত ইমাম মালিক (র)-কে ডাকলেন এবং প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর বললেন, "আমাকে কোনো হাদীস শোনাও।"

ইমাম সুযোগ পেয়ে হাদীস শুনালেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং সবচেয়ে নির্মম ও লাঞ্ছিত বান্দা হবে যালিম বাদশাহ। যারা ন্যায়বিচার করে তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে নূরের চেয়ারে বসবে।"

মনসুরের মত যালিম বাদশাহর সামনে এত সাহসী কথা বলা ছোট ব্যাপার নয়। ইমাম আবদুল মালিক এক সময় বলেন যে, "মনসুরের রাগান্বিত চোখ দেখে আমার মনে হলো, সে আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার মনের ওপর খলীফার রাগের কোনো প্রভাব পড়েনি।"

মনসুর রেগে বললেন, "এখান থেকে চলে যান।"

❋

সুফিয়ান সাওরী ও খলীফা হারুন অর রশীদ

খলীফা হারুন অর রশীদ যখন সিংহাসনে বসলেন তখন সুফিয়ান সাওরীকে চিঠি লিখলেন, "আমি সিংহাসনে বসার খুশিতে জনগণের

www.pathagar.com

মধ্যে অনেক ধন-সম্পদ বন্টন করেছি। তুমিও এসে আমার সাথে দেখা করো তোমারও কিছু খেদমত করবো।"

যখন এ চিঠি সুফিয়ান সাওরীর কাছে পৌছলো তখন তিনি কূফার মসজিদে বসেছিলেন। তিনি এ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ

"আল্লাহ্র অহংকারী বান্দা হারুন, যার ঈমান শেষ হয়ে গেছে, তাকে জানানো হচ্ছে যে, তুমি সিংহাসনে বসার খুশিতে জাতির মাল লুটিয়েছো এবং এ পাপ স্বীকার করে আমাকে ও আমার সাথীদের সাক্ষী বানিয়েছো। সুতরাং আমরা সাক্ষী দেবো, তুমি যালিম হওয়া ও যালিমদের সরদার হওয়া পসন্দ করেছো।"

হারুন অর রশীদ তাঁর চিঠির উত্তর পড়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "সুফিয়ান সাওরীর এ চিঠি আমার সাথে আজীবন থাকবে।"

❋

সুফিয়ান সাওরী ও খলীফা

সুফিয়ান সাওরী একবার মসজিদে নামাযের জন্য গেলেন। দেখলেন, একজন শাহী পোশাক পরা অহংকারীর চালে মসজিদে আসলেন। তিনি ঐ সময়কার খলীফা ছিলেন। এ খলীফা নামায আদায় করলেন কিন্তু আরকানে সালাত ঠিক মতো আদায় হয়নি, রুকূ', সিজদাতেও খুশু-খুযূ ও নম্রতা ছিলো না।

সুফিয়ান সাওরী চিৎকার করে বললেন ঃ

"এ রকম তাড়াহুড়া করে আদায়কৃত নামায আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না, বরং তোমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হবে।"

এ ধরনের শক্ত কথা খলীফার সহ্যের বাইরে ছিলো। তিনি ইশারায় চুপ করতে বললেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী পরোয়া করলেন না। তখন খলীফা বললেন, "আপনার উচিত আমাকে চুপিসারে নসীহত করা।"

সুফিয়ান সাওরী বললেন, "যখন অহংকারে মানুষ কানে শোনে না তখন চিৎকারের প্রয়োজন হয়। আমার চিৎকার করে নসীহত করার একটা

www.pathagar.com

কারণ এটাও ছিলো যে, লোকেরা জানুক এমন এক সত্যবাদী লোক আজো আছে যিনি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য খলীফার রাগ বা শাস্তির কোনো পরওয়া করে না।"

খলীফা চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পর সুফিয়ান সাওরী খবর পেলেন যে, খলীফা তাঁর মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। এর মধ্যে খলীফারই মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেলো। কেউ কেউ বললো, "এটাতো আপনার কেরামতি।"

সুফিয়ান বললেন, "এটা আমার কেরামতি নয়। কেরামতি যিনি ঘটান তারই কারিশমা।" তারপর তিনি বললেন, "আমরা আমাদের মালিকের দরবারে ইয্যত হারাইনি।"

[সুফিয়ান সাওরীর লকব যেভাবে হলো ঃ একবার মসজিদে ঢুকবার সময় ভুলে প্রথমে বাম পা ভেতরে রেখে ফেললেন। হঠাৎ মনে হলো যেন কেউ বলছে হে বলদ, আমার দরবারে হাযির হওয়ার কি এই ভদ্রতা! বলদকে আরবী ভাষায় সাওরী বলে। তখন থেকে তিনি নিজেকে সাওরী বলা আরম্ভ করেন।]

❋

শকীক বলখী ও খলীফা হারুন অর রশীদ

শকীক বলখী নিজের সময়কার বড় বুযুর্গ ছিলেন। একবার খলীফা হারুন অর রশীদের সাথে দেখা হলো। খলীফা বললেন, "হযরত কিছু নসীহত করুন।"

শকীক বললেন, "তুমি রাষ্ট্র চালাবার সময় একটা কথা মনে রেখো।"

হারুন বললো, "কোন্ কথা বলুন।"

শকীক বললেন, "তোমাকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর জায়গায় বসানো হয়েছে। তোমার মধ্যে বুঝসুঝ, কর্মদক্ষতা ও সত্যবাদিতা থাকা চাই, যেমন তাঁর মধ্যে ছিলো।

www.pathagar.com

তোমাকে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর জায়গায় বসানো হয়েছে। এজন্য তোমার মধ্যে ইনসাফ থাকা দরকার ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি থাকা দরকার। তোমার মধ্যে বিশ্বজয় করার যোগ্যতা থাকা দরকার যেভাবে তাঁর মধ্যে ছিলো।

তোমাকে হযরত উসমান (রা)-এর জায়গায় বসানো হয়েছে। এজন্য তোমার মধ্যে লজ্জা, উদারতা, অন্যকে সম্মান করা ও রাগের ওপর ধৈর্যধারণের গুণ থাকা দরকার।

হে আল্লাহর নেক বান্দা! মনে রেখো তোমাকে হযরত আলী মুরতজার জায়গায় বসানো হয়েছে। অতএব তোমার মধ্যে দারিদ্র্য, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, দুনিয়া বিমুখতার গুণ থাকা দরকার যেমন তাঁর মধ্যে ছিলো।"

হারুন প্রত্যেকটি কথা চুপ করে ধৈর্যের সাথে শুনে বললেন, "হযরত আরো কিছু বলুন।"

হযরত শকীক বললেন, "এক জায়গা আছে যেখানকার দারোয়ান তোমাকে বানানো হয়েছে।"

হারুন বললেন, "কোথাকার দারওয়ান ?"

শকীক বললেন, "জায়গাটির নাম জাহান্নাম। তোমাকে এর দারোয়ান বানিয়ে তিনটা জিনিস দেয়া হয়েছে।"

হারুন বললেন, "সেগুলো কি কি ?"

শকীক বললেন, "একটা বায়তুলমাল, একটা চাবুক ও একটা তরবারি। তোমার, এ তিনটির সদ্ব্যবহার করবে। "সরকারের বেতনভোগীদের ও রাষ্ট্রের অভাবী লোকদের বায়তুলমাল থেকে দেবে। বায়তুলমালের এক একটা পয়সা আমানতদারী ও সততার সাথে খরচ করবে।

যারা হালাল ও হারামের পার্থক্য করে না, জায়েয-নাজায়েযকে বিচার করে না, আইনের তোয়াক্কা করে না, তাদের চাবুক দিয়ে শিক্ষা দেবে। তাদের মধ্যে আদব-কায়দা, শিষ্ঠতা-ভদ্রতা ও অন্যের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষীর মনোভাব সৃষ্টি করবে। শাসকের ভয় যদি উঠে যায় তাহলে দেশে শান্তি থাকে না।

কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে বা তোমার রাষ্ট্রের সীমানা দখল করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। যদি তা না করো তাহলে মনে রেখো, তুমি জাহান্নামবাসীদের সরদার হবে। তোমার সাথী,

www.pathagar.com

সংগী, দরবারী, আমলা ও তোমার তোষামোদীরা সবাই তোমার সাথে জাহন্নামে যাবে।"

খলীফা হারুন নসীহত শুনে অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আরো কিছু বলুন।"

শকীক বললেন, "ঝর্ণা থেকে নদী বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তুমি মনে করবে তুমি সেই ঝর্ণা ও তোমার কর্মচারী এবং আমলা সবাই নদী। মনে রেখো যদি ঝর্ণার পানি পরিষ্কার থাকে তাহলে নদীও পরিষ্কার থাকবে।"

হারুন একথা শুনে দুআ চাইলেন, "হে আল্লাহ ! আমাকে এ নসীহতগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দাও। আমি খুব দুর্বল ও গুনাহ্গার বান্দা।"

❋

সাইয়েদ শামসুদ্দীন ও চেঙ্গিস খান

বুখারা জয় করার পর চেঙ্গিস খান ঘোড়ায় চড়ে জামে মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়লো। মিম্বরের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালো। এ সময় বুখারার বড় বড় আলিম সেই মসজিদে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন এবং মসজিদ লোক ভর্তি ছিল। চেঙ্গিস খান ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললো। তাতে মুসলমানদের অন্তরে আঘাত লাগলো। কিন্তু তাতারীদের বর্বরতার সামনে কথা বলার উপায় নেই।

ঐ সময়ে সাইয়েদ শামসুদ্দীনের ঈমানী জযবা বেড়ে গেলো। বুখারার মসজিদে তিনি প্রথম মুসলমান ছিলেন যিনি কালেমা শাহাদাত পড়ে চেঙ্গিস খানের চোখে চোখ রেখে সাহসের সাথে বললেন ঃ

"হে আসমানের আযাব ও মানুষের হত্যাকারী! তোমার মূর্খতাপূর্ণ কথাগুলোর জবাব শোনো। তুমি ধ্বংসের রূপ নিয়ে এসেছো, তার কারণ এ যমীন-আসমানের চিরঞ্জীব মালিক আমাদের ওপর নারাজ। কিন্তু তোমার মতো ফাসিক, ফাজির ও পশু স্বভাবের মানুষের ওপরও খুশী নন। যে ইসলামকে তুমি ঠাণ্ডা করেছো সে তার সমস্ত গুণাগুণসহ জীবিত

www.pathagar.com

থাকবে। কিন্তু তোমার নাম একটা গালি হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং ভবিষ্যত বংশধর তোমার মতো কসাইয়ের ওপর লা'নত দেবে। বুখারায় ইসলামী ঝাণ্ডা নিচে নেমে গেছে, কিন্তু যে মাথা আল্লাহ্র কাছে নত হয়েছে তোমার কাছে অবনত হবে না ; তুমি শরীরের ওপর রাজত্ব করতে পারো কিন্তু মনের ওপর নয়।"

চেঙ্গিস খান হতভম্ব হলো। সে আশা করতে পারেনি, তার সামনে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে। সে ক্ষ্যাপা পশুর মতো চেঁচিয়ে উঠলো। সাইয়েদ সাহেবকে রাগান্বিত চোখে দেখলো এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে সমরকন্দের দিকে চলে গেলো।

❃

শেখ নিযাম উদ্দীন ও বাদশাহ কুতুব উদ্দীন

দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দীন মোবারক শাহ্ খিলজীর রাজত্বের সময়কাল। শেখ নিযাম উদ্দীন আউলিয়া বড় প্রভাবশালী আলিম ছিলেন। দরবারের অনেক আমীর-উমরা তাঁর ভক্ত। কিন্তু বাদশাহ কুতুব উদ্দীন শেখকে পসন্দ করতেন না। তিনি তাঁর দরবারের আমীর-উমরাদের শেখের জন্য কোনো টাকা-পয়সা, সাহায্য-সহযোগিতা দিতে নিষেধ করতেন যাতে তাঁর লংগরখানা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধ হলো না।

বাদশাহ কুতুব উদ্দীন শেখ নিজাম উদ্দীনের কাছে পত্র পাঠালেন যে, "আপনি দিল্লিতে থাকেন অথচ আমার সাথে দেখা করতে আসেন না। আপনাকে হুকুম দেয়া হলো, প্রতি সপ্তাহে একবার আমার দরবারে হাযির হবেন।"

শেখ উত্তর দিলেন, "আমি একজন ঘর-বসা ফকির। কোথাও যাই না। আমি ও আমার পীর-মুর্শীদের তরীকা কোনো দিন এই ছিলো না যে, শাহী দরবারে মোসাহেব হই ও বাদশাহ্র সাথে সম্পর্কস্থাপন করি। আমি মাযুর ও মজবুর। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আবার খবর পাঠালেন, "আচ্ছা যদি আপনি সপ্তাহে একবার না আসতে পারেন তাহ্লে প্রত্যেক চাঁদরাতে দরবারে আসবেন। আর যদি তাও না পারেন তাহলে বলুন, আমি আপনার অন্য চিকিৎসা করবো।"

পত্রবাহ্করা শেখকে বুঝালো যে, 'বাদশাহ্ বয়সে তরুণ ও রাগী, তিনি খুব জেদী, যেভাবে হোক তাঁর কথা মানা দরকার যাতে আপনি ও আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর ফেতনা থেকে বেঁচে যান।"

শেখ নিযাম উদ্দীন বললেন, "আচ্ছা চাঁদরাত আসুক তখন দেখা যাবে, কিভাবে এটা কার্যকর করা যায়।"

আল্লাহ্র কি কুদরত যখন চাঁদরাত আসলো তখন দিল্লির অধিবাসীরা দেখলো যে, বাদশাহ্ কুতুব উদ্দীন খসরু খানের হাতে নিহত হয়েছেন।

❋

কাযী মুগীসউদ্দীন ও সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী দিল্লির বাদশাহ্ ছিলেন। তিনি আলিমদের ভাল চোখে দেখতেন না। একদিন কাযী মুগীসউদ্দীনকে নিজের দরবারে ডাকলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু সরকারী আইনের ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলেন।

কাযী সাহেব বললেন, "আমার মাথা হাজির, কেটে ফেলুন।"

বাদশাহ্ আশ্চর্য হলেন।

কাযী সাহেব বললেন, "যে কাজ আপনি আমার জবাব শোনার পরে করবেন তা আগেই করে ফেলুন। কারণ আমার কোনো বক্তব্য আপনার ইচ্ছা মোতাবেক হবে না।"

এরপর কাযী সাহেব ঐ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করলেন।

বাদশাহ্র প্রথম প্রশ্ন যিম্মিদের ব্যাপারে ছিলো, তারপর ঘুষখোর সরকারী আমলাদের ব্যাপারে ছিলো। এসব প্রশ্নের শরীআতসম্মত উত্তর বাদশাহ্র চিন্তার বিপরীত ছিলো।

www.pathagar.com

পরিশেষে বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, "বাদশাহ্ হবার আগে আমি দেবগড় আক্রমণ করে যে মাল পেয়েছিলাম তা আমার না বায়তুলমালের।"

কাযী সাহেব বললেন, "যেহেতু সরকারী সৈন্য সাথে ছিল সেজন্য এ মাল বায়তুলমালের।"

বাদশাহ্ রেগে গিয়ে বললেন, "তাহলে আমার ও আমার লোকদের কতটুকু অংশ আছে ?"

কাযী বললেন, "তিনটি পথ আছে। হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের মত সিপাহীদের সমান ভাগ নিন বা ওমারাদের (সরদার) সমান নিন, অথবা (কিছু আলিমের দুর্বল দলীলকে সঠিক মনে করে) যত খুশি তাই নিন।"

বাদশাহ্ রেগে গেলেন ও বললেন, "তাহলে আমার প্রাসাদে যে টাকা-পয়সা ও সোনা-রূপা পুরস্কার হিসেবে দেই বা অন্যান্য কাজে খরচ করি সবই তাহলে নাজায়েয হবে ?"

কাযী সাহেব বললেন, "আপনি যখন আমার কাছে শরীআতের মাসআলা জিজ্ঞেস করবেন তখন আমার উচিত সত্য কথা বলা, জী হ্যাঁ ঐসব খরচ নাজায়েয।"

বাদশাহ্ বললেন, "আমি প্রত্যেক ঘোড়সওয়ার সিপাহী যারা কাজে হাজির হয় না তাদের কাছ থেকে যে তিন বছরের বেতন জরিমানা হিসেবে আদায় করি, বিদ্রোহী ও বিশৃংখলাকারীদের সন্তান ও বংশের লোকদের হত্যা করি এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করি, চোর, মদখোর ও ব্যভিচারিদের জন্য নতুন নতুন শাস্তি প্রয়োগ করি তাহলে সবগুলো নাজায়েয ?"

কাযী সাহেব মজলিস থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে গিয়ে বললেন, "জী হুযুর সবগুলোই শরীআতের খেলাফ।" এই বলে তাড়াতাড়ি করে নিজের বাড়িতে চলে আসলেন। বাদশাহ্ও রাগান্বিত হয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

আবদুল কাদের আওদাহ্ ও জামাল নাসের

একবার মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের সাথে মিসরের বিশ্বনন্দিত আইনজ্ঞ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের শীর্ষ নেতা সর্বোচ্চ আদালতের সাবেক প্রধান বিচারপতি ডঃ আবদুল কাদের আওদাহ্র আলাপ হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে নাসের বললো, "আমি আমার বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে পারি, তারা সংখ্যায় যত বেশীই হোক না কেন।"

জবাবে আবদুল কাদের আওদাহ্ শহীদ বললেন ঃ

"যেসব লোককে তুমি সমুচিত শিক্ষা দিতে চাও তারাতো কোনো দিন শেষ হবে না। তাদের ওপর তরবারি উত্তোলনকারীরা যতই শক্তিশালী এবং সংখ্যায় যত অধিকই হোক না কেন, তারা কোনো অবস্থায়ই পরাজয় মেনে নেবে না। একজন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লে আর একজন এগিয়ে এসে পতাকা তুলে নেবে।"

ডঃ আবদুল কাদের আওদাহ যেভাবে নাসেরের চোখে চোখ রেখে একথাগুলো বলেছিলেন তার অবশ্যম্ভাবী ফল এ দাঁড়িয়েছিলো যে, ভীরু ও কাপুরুষ শত্রু তাঁর মতো ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান প্রতিপক্ষকে ময়দান থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টাই করবে। তাই আমরা দেখি অতপর মিথ্যা অজুহাতে আবদুল কাদের আওদাহকে ফাঁসি দেয়া হয়।

❃

মুর্শীদে আম হাসান আল হুদাইবী ও কায়রোর গভর্নর

মিসরের কারাগারে ইখওয়ানের মুর্শীদে আম হাসান আল হুদাইবী ও ওমর তিলমেসানী একই সেলে বন্দী ছিলেন। কায়রোর তৎকালীন গভর্নর জেলখানা পরিদর্শনে আসেন। গভর্নরের আগে আগে সামরিক জোয়ান চলছিলো। সে প্রতি সেলের সামনে গিয়ে সজোরে পা মাটির ওপর মারতো এবং ফৌজি কায়দায় নির্দেশ জারি করতো। সে মুর্শীদে আমের

www.pathagar.com

সেলের সামনে পৌঁছলো, জেলখানার নিয়ম অনুযায়ী ওমর তিলমেসানী উঠে দাঁড়ালেন, মুর্শিদে আম অবিচলভাবে স্বস্থানে বসে রইলেন এমনকি বিন্দুমাত্র নড়াচড়াও করলেন না। ভাবখানা যেন কিছুই হয়নি। ফলে গভর্নর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি মুর্শীদে আমকে বললেন—

"যদি তোমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাহলে আল্লাহ্‌ আমাদের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করতেন।" মুর্শীদে আম অত্যন্ত প্রশান্তভাবে জবাব দিলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। অথচ তাঁর সত্যের পথের দিশারী হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের ও তোমাদের বর্তমান অবস্থাকে ভিত্তি করে হক ও বাতিলের ফায়সালা করা একেবারেই অর্থহীন।"

গভর্নর তাঁর এ জবাব শুনে নীরবে চলে গেলেন। তার চলে যাওয়ার পর মুর্শীদে আম ওমর তিলমেসানীকে তিরস্কার করেন এবং বলেন— "তুমি দাঁড়িয়ে গেলে কেন? তোমার জানা থাকা উচিত যে, যালিমদের জন্য তার মিথ্যা ঔদ্ধত্যের পরাজয় অপমান বোধে কার্যকর উপায়। অত্যাচারী যখন দেখতে পায় যে জনগণ তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত এবং তার সামনে করজোরে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তার দুর্নীতির প্রবৃত্তি আরো প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে, জনসাধারণ তাকে গুরুত্বই দেয় না তখন তার আমিত্বের তাজমহল মাটিতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর সে অঙ্গারের ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকে। তার এ কর্মনীতিতে হকপন্থীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

ফেরাউনকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, কোন্ জিনিস তোমাকে ফেরাউনিয়াত পর্যন্ত এনে পৌঁছিয়েছে?

ফেরাউন জবাব দিয়েছিলো, কেউ আমার কোনো কথা অমান্য করতে পারতো না তাই আমি ফেরাউনে পরিণত হয়েছি।"

www.pathagar.com

সাংবাদিক সালাহ্উদ্দীন ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক

১৯৮১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, দৈনিক 'জাসারাত' ও সাপ্তাহিক 'তাকবীর' পত্রিকার সম্পাদক সালাহ্উদ্দীনকে সাক্ষাতকারের দাওয়াত দিলেন। ঐ সময় পত্রিকার ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছিলো। সালাহ্উদ্দীন সাহেব তার জবাবে প্রেসিডেন্টকে যে উত্তর দিলেন, সেই চিঠির একটি অংশ হলো—

"........... মনে হচ্ছে এখন পত্র-পত্রিকার ওপর সেন্সর করা আপনার সরকার পরিচালনার একটা প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে পড়েছে।

আপনার কাছে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যাওয়া ও জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা একটা হাস্যকর ব্যাপার এবং ঘায়ে লবণ ছিটানো ছাড়া আর কিছুই নয় .... যেদিন পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে সেন্সর উঠে যাবে, সেদিন আপনার সাথে স্বাভাবিক আন্তরিকতার সাথে দেখা করবো ইনশাআল্লাহ্।"

প্রেসিডেন্টের ঐ দাওয়াতে তিনি যাননি।

পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে সত্য বলার জন্য সালাহ্উদ্দীন সাহেব গুণ্ডাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

❋

ফযলে হক খয়রাবাদী ও ইংরেজ শাসক

১৮৫৭-এর হিন্দুস্তানে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদী ও অন্য আলিমগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দেন। যুদ্ধের পরে তিনি বন্দী হন। খয়রাবাদে তাঁর বাড়ি ও লাইব্রেরী সরকারের হুকুমে দখল করা হয়। মাওলানাকে বন্দী করে সিতাপুর থেকে লক্ষ্নৌতে আনা হয়। নবাব মুস্তফা শেফতাকে ক্ষমা করা হয়। মুফতী সদরুদ্দীন একথা বলে ছাড়া পান যে, ফতওয়া তার কাছ

www.pathagar.com

থেকে জোর করে লেখানো হয়েছে। মাওলানা ফযলে হককে আদালতের সামনে হাজির করা হলো। যে রাজসাক্ষী তাঁর সম্পর্কে খবর দিয়েছিল সে তার বুযুরগানা চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলো এবং বললো, "না, সে ফযলে হক এ না।" একথা শুনে মাওলানা হাসলেন ও বললেন, "আগে এ সাক্ষী সত্য কথা বলেছিল এবং তার রিপোর্ট একদম সত্য। এখন আদালতে আমার চেহারা দেখে সে প্রভাবিত হয়েছে এবং এখন মিথ্যা বলছে। জিহাদের ফতওয়া সত্য এবং আমার লেখাও সত্য। এখনও আমার একই মত।"

মাওলানার এ সাহস ও সত্য ভাষণ শুধু স্বাধীনতার ইতিহাসেই নয় বরং পৃথিবীর ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুতরাং মামলার রায় তার বিরুদ্ধে হলো। ফাঁসির শাস্তি না হয়ে কালাপানির (দ্বীপান্তর) শাস্তি হলো এবং তাঁকে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেখানে তিনি ১২ই সফর, ১৩৭৮ হিজরী সনে অপুষ্টি-অনাহার ও রোগে-শোকে জর্জরিত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

❋

খুররম মুরাদ ও ঢাকা জেলের কর্মকর্তা

১৯৬৪ সাল। পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতা হিসেবে বন্দী করা হলো খুররম মুরাদকে এবং তাঁকে রাখা হলো ঢাকা জেলে। একদিন ঢাকা জেলের জেলার তাঁর কাছে আসলো। বললেন, "আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, এক কোম্পানীর বড় কর্মকর্তা। একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি যদি সরকারের কাছে মাফ চেয়ে নেন এবং দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজ না করার ওয়াদা করেন তাহলে আমরা আপনাকে জেল থেকে ছেড়ে দেবো।"

মুরাদ সাহেব বললেন, "আপনি বলছেন যে আমি দেশবিরোধী কাজ না করার ওয়াদা করি। এটা তো এমন হলো যে, কাউকে একথা বলা

www.pathagar.com

হলো যে, তুমি কি তোমার বউকে আর মারবে ? যদি সে বলে যে, না আর মারবো না, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আগে ঠিকই মারতো। এর ভেতরে অপরাধ স্বীকার করার ইঙ্গিত আছে। আমি মনে করি যে, দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এমন অপরাধ যা ব্যভিচার থেকেও জঘন্য।"

এ উত্তর শুনে জেলার চুপ করে চলে গেলেন।

❃

খুররম মুরাদ ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন তখন তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম করলেন এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতাদেরও ডাকলেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রফেসর গোলাম আযম, মাওলানা আবদুর রহীম এবং খুররম মুরাদ সাক্ষাত করতে গেলেন। রমনা পার্কের পাশেই প্রেসিডেন্ট হাউসে (বর্তমান গণভবন) তিনি উঠতেন। সেখানে সাক্ষাত হলো। জাতীয় সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো।

এ সময়ে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে মুরাদ সাহেব বললেন ঃ

"দেখুন, সমাজ সংস্কার ও রাজনীতি সংস্কারের যত চিন্তা আপনি করছেন, এর মধ্যে একটা কথা পরিষ্কার যে, জাতীয় সংশোধন ডাণ্ডার জোরে হয় না। সে জন্য এখানেও এ সংশোধন 'মার্শাল ল' দ্বারা হবে না। যদি 'মার্শাল ল' বা ডাণ্ডার জোরে সংশোধন হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণকে পাঠাতেন না বরং ফিল্ড মার্শাল পাঠিয়ে দিতেন।"

একথা শুনে ইয়াহিয়া খান হঠাৎ নিজের চোখ উঠিয়ে গভীরভাবে তার দিকে তাকালেন। কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

❃

www.pathagar.com

সাইয়েদ আহমাদ বেরলভির পরিশ্রমী জীবন

সাইয়েদ আহমাদ বেরলভির বয়স যখন সতেরো বছর তখন পিতা মারা যান এবং সংসারে সব দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে। অভাবের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে শহরে চাকুরির খোঁজে আসতে হলো। আসার সময় সাত বন্ধু এক সাথে রওনা দিলেন। সাথে একটা ঘোড়া ছিল। এক একজন করে পালা করে ঘোড়ায় উঠতেন। সফরের জিনিসপত্র নেয়ার মতো কেউ ছিল না। সাইয়েদ সাহেব নিজেই মাল মাথায় নিয়ে বহন করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানালেন এবং লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বহন করলেন। লক্ষ্ণৌ এসে এক পরিচিত লোক যে তার পরিবারের মর্যাদা সম্পর্কে জানতো তার চেষ্টায় সেনাবাহিনীতে আর দুজন সাথীসহ চাকরী পেলেন। সাইয়েদ সাহেব নিজের সাথীদের জন্য খাবার পাক করতেন এবং নিজে শুকনা রুটি খেয়ে থাকতেন।

একদিন সাইয়েদ সাহেব দেখলেন, পুলিশের এক লোক এক মজুরের মাথায় একটি ভারী বোঝা চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মজুর দুর্বল, তাই বোঝা বহন করতে কষ্ট হচ্ছে। সাইয়েদ সাহেব পুলিশকে বললেন যে, এর ওপর রহম করো, এতো ভারী বোঝা দিও না। সে পুলিশ তার কথা শুনলো না বরং বললো, মজুর যদি না পারে তাহলে তুমি উঠিয়ে নিয়ে চলো। সাইয়েদ সাহেব ঐ মজুরের মাথার বোঝা নিজে নিয়ে নিলেন এবং জায়গামত পৌছে দিলেন।

❋

আবুল হাসান আলী নদভীর দুনিয়া বিমুখতা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ছিলেন। ধনী ছিলেন না। দারুল উলুম নদওয়া ভারতের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি দারুল উলুমের অনেক খিদমত করেছেন। তিনি আরব দেশ সফরের সময় কোনো বড় হোটেল বা প্রাসাদে থাকতেন না। বরং সাধারণ মুসাফিরখানা বা রাবাতে থাকতেন।

www.pathagar.com

দিনে শুধু একবেলা খাবার খেতেন, রাতের বেলা কোনো খাবারই খেতেন না। খেতেনও সাদাসিদে খাবার।

মাওলানার জীবনের দুনিয়াবিমুখতা ও কৃচ্ছ্রসাধনার অনেক ঘটনা আছে। তাঁর জীবন আমাদের জন্য বিরাট উদাহরণ। নিম্নে কিছু ঘটনা দেয়া হলো, যা আমাদের জীবনের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

১. একবার সউদি আরবের 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনীল মুনকার' বিভাগের 'রইসে আ'লা' শেখ ওমর বিন হাসান মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর সাথে দেখা করতে এক সাধারণ মুসাফিরখানায় আসলেন এবং মাওলানার সাধারণ জীবন যাপন দেখে তাঁর কাছে চল্লিশটি সোনার গিনির (আশরাফী বা মোহর) এক থলি পাঠিয়ে দিলেন। সেই দিনই মাওলানা সেই উপহার ফেরত পাঠালেন এবং সাথে একটি চিঠি দিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন 'হাদিয়া কবুল করলাম, প্রয়োজনের জন্য একটি গিনি রেখে বাকি ৩৯ গিনি ফেরত পাঠালাম এবং উপহারের জন্য শুকরিয়া।" যখন শেখ ওমর বিন হাসান এ চিঠি ও থলে ফেরত পেলেন তখন তিনি এক মজলিসে বসা। তিনি সবাইকে চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনালেন। সবাই আশ্চর্য হলো। একজন মন্তব্য করলেন যে, ওলামায়ে সালাফের উদাহরণ প্রত্যেক যামানায় কিছু পাওয়া যায়।

২. আমীর সাউদুল কবীর (সউদি বাদশাহর চাচা) মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীকে একবার দাওয়াত করলেন। ফেরার সময় একজনের মাধ্যমে পাঁচশত রূপার রিয়ালের থলি হাদিয়া হিসেবে তাঁর কাছে পাঠালেন। মাওলানা নদভী তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

৩. মাওলানা নদভীর কয়েকটি বক্তৃতা সউদি রেডিও রেকর্ড করলো। রেডিও বিভাগের ডাইরেক্টর শেখ মুহাম্মাদ এ বক্তৃতার সম্মানী দিতে চাইলেন। কিন্তু মাওলানা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

৪. সউদি বাদশাহ ফয়সলের সাথে মাওলানা নদভীর কয়েকবারই একান্ত সাক্ষাত হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজের জন্যে বা দারুল উলুম নদওয়ার জন্য কখনো কিছু চাননি।

৫. সিরিয়া সরকারের পক্ষ থেকে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভিজিটিং প্রফেসর" হিসেবে দাওয়াত পান মাওলানা। তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। সিরিয়া সরকার এর সম্মানী দিতে চাইলে মাওলানা তা গ্রহণ করলেন না।

www.pathagar.com

৬. 'রাবিতা আলমে ইসলামীর' স্থায়ী সদস্যরা প্রস্তাব করে যে, সদস্যদেরকে রাবিতার বৈঠকের জন্য একটা সম্মানী ভাতা দেয়া হোক। মাওলানা নদভী এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন যে, কোনো একটা কাজ তো আমরা শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করি। অধিকাংশের মত অনুযায়ী ভাতা নেয়ার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। কিন্তু মাওলানা আলী যখন বৈঠকে শরীক হতেন তখন তিনি যাতায়াত ভাড়া ও খাবার খরচ ছাড়া কোনো সম্মানী (একরামিয়া) নিতেন না। কোনো হোটেলে রাত্রি যাপন না করে তিনি তাঁর বন্ধু শেখ মুহাম্মাদ নুরওলীর বাড়িতে থাকতেন।

৭. একবার উরদুনের বাদশাহ্‌ আবদুল্লাহ বিন হোসাইন মাওলানা নদভীকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু মাওলানা নদভী তা নিতে অস্বীকার করলেন। রাজ দরবারের লোকজন বললো, বাদশাহ্‌র হাদিয়া ফেরত দেয়া অনুচিত। তখন তিনি পুরো টাকাটা সরকারী ফিলিস্তিন ফান্ডে দিয়ে দিলেন। যার সভাপতি বাদশাহ নিজেই ছিলেন।

৮. বাদশাহ ফয়সল এডওয়ার্ডের পুরস্কারের বড় অঙ্কের টাকা যখন মাওলানার নামে ঘোষণা করা হলো, তখন মাওলানা এ টাকার অর্ধেক আফগানিস্তান জিহাদ ফান্ডে এবং বাকি অর্ধেক মক্কার মাদ্রাসা সুলতিয়া ও তাহকিগুল কুরআন ফান্ডে দিয়ে দিলেন। একটা পয়সাও নিজের জন্যে রাখেননি।

৯. ১৪১৯ হিজরী সনে দুবাই সরকারের শাসক তাজবীদ বিদ্যা ও কুরআনের কেরাআতের ওপরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। সেই সাথে আর একটা প্রথা চালু করলেন যে, সেই বছরের সমস্ত ইসলামী জগতের মধ্যে সেরা একজন আলিমের নাম ঘোষণা করে, তাঁকে একটি মূল্যবান পুরস্কার দেয়া হবে যার মূল্য হবে, এক মিলিয়ন (দশ লাখ) দিরহাম। সেই বছরই মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর নাম ঘোষণা হলো। মাওলানা সেই পুরস্কারের সম্পূর্ণ টাকা দীনী তা'লীমের প্রসারের জন্য দিয়ে দিলেন। নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য এক পয়সাও রাখলেন না।

১০. মাওলানা নদভী তাঁর বিদেশ সফরের সময় দারুল উলূম নদওয়ার জন্য কোথাও কোনো চাঁদা চাওয়ার ব্যাপারে কোনো কথা বলা পসন্দ করতেন না। একবার মাওলানা মঈনুদ্দীন নদভী তাঁর সাথে সফরে যান, তিনি কিছু চাঁদা তোলার চেষ্টা করেন সেখানে। এটা মাওলানার পসন্দ হলো না। তিনি মঈনুদ্দীনের সাথে রাগ করে কয়েক দিন কথা বলা বন্ধ রাখলেন।

www.pathagar.com

১১. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বর্ণনা করেছেন, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী যখন প্রথমে মিসরে যান, তখন তিনি সেখানে গলির ভেতরে এক সাধারণ কামড়ায় থাকতেন। তখন মিসরের একজন বড় ব্যবসায়ী জালাল হোসাইন বেগ মাওলানাকে একটা ভাল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। আরো কিছু গণ্যমান্য লোক মাওলানার মেহমানদারীর চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাওলানা সাদাসিদেভাবে থাকাটাকে পসন্দ করলেন অর্থাৎ বিলাসী জীবন তিনি পসন্দ করেননি।

–মীর কারওয়ান ঃ আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী ; পৃষ্ঠা-৫৫-৫৭।

❋

www.pathagar.com

চরিত্র মাধুর্য

- আল্লাহ্‌র পথে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রশস্ত হৃদয়-মন ও বলিষ্ঠ হিম্মতের অধিকারী হতে হবে।
- সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী হতে হবে।
- ভদ্র ও সৎ স্বভাব সম্পন্ন হতে হবে।
- আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও স্বল্পে তুষ্ট হতে হবে।
- বিনয়ী ও নম্র হতে হবে।
- মিষ্টভাষী ও কোমল স্বভাবের অধিকারী হতে হবে।
- তাদের এমন হতে হবে যাদের থেকে কেউ ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা করবে না বরং প্রত্যেকে তাদের থেকে ন্যায় ও কল্যাণের আশা করবে।
- তারা নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে কমের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে বেশি দিতে প্রস্তুত থাকবে।
- ন্যায়ের মাধ্যমে অন্যায়ের জবাব দেবে বা কমপক্ষে অন্যায় করবে না।
- তারা নিজেদের প্রিয়পাত্রের ভালো কাজের স্বীকৃতি দেবে ও অন্যের ভালো কাজের কদর করবে।
- নিজেদের ঔদার্যের কারণে অন্যের দুর্বলতাগুলো উপেক্ষা করবে।
- দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবে, অত্যাচার উৎপীড়ন মাফ করে দেবে এবং কারোর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না।
- তারা মানুষের সেবা গ্রহণ করে নয়, মানুষের সেবা করেই আনন্দিত হবে।
- নিজের জন্য নয় বরং অন্যের উপকারার্থে কাজ করবে।
- কোনো প্রকার প্রশংসার মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং নিন্দাবাদের পরোয়া না করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশা করবে না।
- তাদের শক্তি প্রয়োগে দমন করা যাবে না, অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না ; কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে তারা নির্দ্বিধায় মাথানত করে দেবে।
- তাদের শত্রুরাও তাদের প্রতি এ মর্মে পূর্ণ আস্থা পোষণ করবে যে, তারা ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নীতিবিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

www.pathagar.com

- এগুলো হচ্ছে হৃদয় জয়কারী নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ।
- এগুলো তরবারির চেয়ে ধারালো এবং হীরা ও মনি-মাণিক্যের চেয়েও মূল্যবান রত্ন।
- যে ব্যক্তি এসব চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয় সে নিজের চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশকে জয় করে নেয়।
- আর কোনো একটি দল যদি এসব গুণে গুণান্বিত হয় তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারে না।

মাওলানা মওদূদী (র)
(আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি)

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ১৯৭০
২. অর্ধ সাপ্তাহিক দাওয়াত, দিল্লি, ১৯৮৮, ১৯৯৪-৯৯
৩. সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ১৯৭০
৪. সাপ্তাহিক শিহাব, ১৯৬১, ৬২, ৬৩, ৬৭
৫. সাপ্তাহিক আইন, লাহোর, ৮৪
৬. মাসিক বতুল, লাহোর, ১৯৭০
৭. মাসিক উরদু ডাইজেস্ট, লাহোর, ১৯৭০
৮. মাসিক সবরং ডাইজেস্ট, লাহোর, ১৯৭০
৯. মাসিক সাইয়ারা ডাইজেস্ট, লাহোর, ১৯৭০
১০. মাসিক তরজুমানুল কুরআন, লাহোর, ১৯৯৯
১১. ওমর তিলমেসানী ও ইখওয়ান
১২. আকসীরে হেদায়াত, ইমাম গাযালী
১৩. লমহাত, খুররম মুরাদ
১৪. সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ, আবুল হাসান আলী নদভী

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু সাহিত্য

সত্যের সেনানী
-এ,কে, এম, নাজীর আহমদ
হারানো মুক্তার হার
- বদরে আলম
খাদিজাতুল কুবরা
- মায়েল খায়রাবদী
হযরত ফাতিমা যোহরা
- কাজী আবুল হোসেন
মানুষের কাহিনী
- আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই
দোয়েল পাখির গান
- জাকির আবু জাফর
ফুলে ফুলে দুলে দুলে
- জাকির আবু জাফর
হুল
- বদরে আলম
কুঁচো চিংড়ির কৃতজ্ঞতা
- বদরে আলম
পড়তে পড়তে অনেক জানা
- আবদুল মান্নান তালিব
মা আমার মা
- আবদুল মান্নান তালিব
কে রাজা
- আবদুল মান্নান তালিব
এসো নামাজ শিখি
- মুফতি আবদুল মান্নান
জোস্না মাখা চাঁদ
- সাজ্জাদ হোসাইন খান
আকাশের ওপর আকাশ
- জাকির আবু জাফর
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
- খলিলুর রহমান মুমিন
আধুনিক রূপকথা
- আনোয়ার হোসেন লালন

www.pathagar.com